ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 June, 2020 ■ আগরতলা, ১৮ জুন, ২০২০ ইং ■ ৩ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে আরও ৪৩ জনের দেহে করোনার সন্ধান, ৩৯ জনই বিএসএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। রাজ্যে আবারও বিএসএফ পরিবারে করোনার থাবা। আজ নতুন করে ৪৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে ৩৯ জন বিএসএফ জওয়ান রয়েছে। তারা সকলেই বহিঃরাজ্য থেকে ফিরেছেন। বাকি চারজনেরও বহিঃরাজ্য সফরের তথ্য রয়েছে।

আজ রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ট্যুইট বার্তায় জানান, ১২৫০টি নমুনা পরীক্ষায় ৪৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাদের মধ্যে বিএসএফ ৩৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ৩ জন, বিএসএফ ১৬৪ ব্যাটেলিয়ানের ৬ জন, বিএসএফ ১২০ ব্যাটেলিয়ানের ৪ জন, বিএসএফ ৭৪ ব্যাটেলিয়ানে ২৬ জন এবং বাকি ৪ জন বহিঃরাজ্য সফর করে এসেছেন। তিনি আরও জানান, আজ করোনা আক্রান্তদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৩০ জন, গোমতী জেলায় ১০ জন, দক্ষিণ জেলায় ২ জন এবং সিপাহীজলা জেলার ১ জন রয়েছে। তাতে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১১৩৮ জন করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। এর মধ্যে ৫৫৬ জন সুস্থ হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমণের গ্রাফ কিছুটা নিম্নমুখি হয়ে আজ পুনরায় গতি ধরেছে। তবে, সুস্থ হওয়ার হার ক্রমশ বাড়ছে। সেক্ষেত্রে শুধু সিপাহিজলা জেলা কিছুটা চিন্তায় রেখেছে ত্রিপুরা সরকারকে। কারণ, সারা ত্রিপুরার মধ্যে সিপাহিজলা জেলা সংক্রমণের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। তবে ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার চোরাইবাড়ি হওয়া সত্ত্বেও উত্তর ত্রিপুরায় সংক্রমণের হার সবচেয়ে কম। তাতে স্পষ্ট, সড়কপথে ত্রিপুরায় আগতদের তুলনায় ট্রেনে ফেরত রাজ্যবাসীর দেহেই সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ মিলেছে। গতকাল ১২৩ জন করোনা আক্রান্তের কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবি হাসপাতালে ভরতি রয়েছেন ৬৪ জন এবং হাপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে রয়েছেন ৫৯ জন। সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের আজ ছুটি দেওয়া হয়েছে।

গত কয়েকদিনের সংক্রমণের তথ্য ঘেঁটে দেখা গেছে, পর্যায়ক্রমে আক্রান্তের সংখ্যা নিম্নমুখি ছিল। গত ১২ জুন ৪৮ জন, ১৩ জুন ৮২ জন, ১৪ জুন ৩৩ জন, ১৫ জুন ১০ জন এবং গতকাল ১৬ জুন ৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তেমনি, গত ১৪ জুন ১১৮ জন এবং ১৬ জুন ১২৩ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিনা বিদেশমন্ত্রীকে কড়া হুঁশিয়ারি জয়শঙ্করের

প্ররোচিত করলে জবাব দিতেও সক্ষম ভারত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.)।। ভারত সর্বদা শান্তি চায়, কিন্তু ভারতকে উস্কানি অথবা প্ররোচিত করলে, তা সে যে কোনও পরিস্থিতিই হোক না কেন, যথোপযুক্ত জবাব দিতেও সক্ষম। চিন, পাকিস্তান-সহ প্রতিবেশী শত্রু দেশগুলিকে বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সেনা জওয়ানদের বলিদান বৃথা যাবে না।

বুধবার ১৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত বৈঠকের প্রাক্কালে, লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ২০ জন ভারতীয় সেনা জওয়ানের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দু'মিনিটের নীরবতা পালন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং ১৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীরা। চিন, পাকিস্তান-সহ প্রতিবেশী শত্রু দেশগুলিকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারত সর্বদা শান্তি চায়, কিন্তু ভারতকে প্ররোচিত করলে, যে কোনও পরিস্থিতিই হোক না কেন, যথোপযুক্ত জবাব দিতেও সক্ষম। আমাদের বীর সেনা জওয়ানদের বিষয়ে দেশবাসীর গর্বের বিষয় হল, তাঁরা মারতে মারতে মারা গিয়েছেন।

উচিত শিক্ষা দিতে কেন্দ্র হাত খুলে দিল সেনাবাহিনীর

প্রসঙ্গত, গত সোমবার পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারত ও চিনের সেনা সংঘর্ষে এক কর্নেল সহ ২০ জন সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। শহিদ সেনা জওয়ানদের নাম হল-কর্নেল বিকুমাল্লা সন্তোষ বাবু (হায়দরাবাদ), নুদুরাম সোরেন (ময়ূরভঞ্জ), মনদীপ সিং (পাটিয়ালা), সতনাম সিং (গুরুদাসপুর), কে পালানি (মাদুরাই), সুনীল কুমার (পাটনা), বিপুল রায় (মেরঠ সিটি), দীপক কুমার (রেওয়া), রাজেশ ওরাং (বীরভূম), কুন্দন কুমার ওঝা (সাহিবগঞ্জ), গণেশ রাম (কাঙ্কের), চন্দ্রকান্ত প্রধান (কান্ধামাল), অঙ্কুশ ঠাকুর (হামিরপুর), গুরবিন্দর (সাংরুর), গুরতেজ সিং (মানসা), চন্দন কুমার (ভোজপুর), কুন্দন কুমার (সহর্ষ), অমন কুমার (সমস্তিপুর), জয় কিশোর সিং (বৈশালী) এবং গণেশ হাঁসদা (পশ্চিম সিংভূম)।

গালওয়ান সংঘাত নিয়ে চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াংহ ওয়াই সঙ্গে কথা বললেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় সেনা জওয়ানদের উপর লাল ফৌজের অতর্কিত হামলাকে পূর্ব পরিকল্পিত বলে চিনা বিদেশমন্ত্রীকে জানিয়েছেন জয়শঙ্কর।তার কথায় আগে থেকে রণকৌশল ঠিক করে এবং পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে এই হামলা চালিয়েছিল চিনা সেনা। তার জেরেই দুই তরফে উত্তেজনা চরমে ওঠে। যারা জেরে পরিস্থিতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাচ্য ভারতী স্কুলে ফলাফল ঘোষণা নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যতই গর্ববোধ করেন না কেন রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাচ্য ভারতী স্কুলের একাদশ শ্রেণির ফলাফল এ সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। একাদশ শ্রেণির ১৫২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র পাস করেছে ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী।

একাদশ শ্রেণীতে ১৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অনুত্তীর্ণ। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার স্কুলে এদধরনের ফলাফল পরিলক্ষিত হলে গ্রাম পাহাড়ি এলাকায় ফলাফল কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য এবং বাস্তবের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক পরিলক্ষিত হয়েছে রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাচ্যবাদী স্কুলের একাদশ শ্রেণির ফলাফল এর মধ্যেই। একাদশ শ্রেণির ফলাফল ঘোষণার পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এই ফলাফল একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা কোন ভাবেই মেনে নিতে নারাজ।

প্রত্যেককে পরবর্তী ক্লাসে পাশ করিয়ে দেওয়ার জোরালো দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন করোনা আক্রান্ত রোগীরা। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

বেঙ্গালুরু থেকে ফিরলেন ২৫০ জন পরিযায়ী শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। রেল লাইন বন্ধ। ফলে, সড়কপথে গুয়াহাটি থেকে ফিরলেন ত্রিপুরার পরিযায়ী শ্রমিকরা। গতকাল ২৫০ জন পরিযায়ী শ্রমিক ট্রেনে বেঙ্গালুরু থেকে গুয়াহাটি পৌঁছেছেন। কিন্তু পাহাড় লাইনে ধসের কারণে রেল বন্ধ থাকায় বাসে চেপে আজ চোরাইবাড়ি পৌঁছেছেন তাঁরা।

ভারী বৃষ্টিপাতে পাহাড় লাইনে ধস পড়েছে। তাতে ত্রিপুরা থেকে দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল হয়েছে। বহিঃরাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়েও ট্রেন আসতে পারছে না। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিভিন্ন রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরত পাঠাচ্ছে। তেমনি বেঙ্গালুরু থেকে ২৫০ জন পরিযায়ী শ্রমিক গতকাল ট্রেনে গুয়াহাটি পৌঁছেছেন। ত্রিপুরা সরকার তাঁদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য বাসের ব্যবস্থা করেছে। আজ বুধবার তাঁরা চোরাইবাড়ি প্রবেশ করেছেন।

ত্রিপুরায় ফেরার পর ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে উত্তর ও ঊনকোটি জেলার বাসিন্দাদের নমুনা সংগ্রহের পর চোরাইবাড়ি খেরেঙজুড়িস্থিত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ নিজ জেলায় নিয়ে নমুনা সংগ্রহের পর প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিনভর বৃষ্টিতে নাকাল রাজ্যের জনজীবন ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। দিনভর বর্ষণে ত্রিপুরায় জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। গতকাল রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। আজ (বুধবার) সকাল দশটা পর্যন্ত টানা বৃষ্টিপাত হয়েছে। তার পর কিছু সময় বিরাম দিয়ে পুনরায় ঝিরঝিরে বৃষ্টিপাত হয়। দুপুরের পর থেকে অবিরাম বর্ষণে জনজীবন রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই ধারা আগামীকালও বজায় থাকবে বলে আবহাওয়া দফতর সতর্ক করেছে। এদিন আগরতলার বিভিন্ন স্থানে রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থা মজবুত থাকায় খুব তাড়াতাড়ি জল নেমে গিয়েছে।

গতকাল রাত থেকে ভারী বর্ষণে আজ আগরতলার বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে গিয়েছিল। তবে জল নিষ্কাশনে ব্যবহৃত মেশিনগুলি দ্রুত জল নামিয়ে দিয়েছে। ফলে জনগণকে খুব বেশি দুর্ভোগে পোহাতে হয়নি। অতীতে এমন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে প্রায় সারাদিন রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে থাকত। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনে শহরবাসী জলের ঝাপ্টা থেকে কিছুটা নিস্তার পেয়েছেন।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ সারাদিনে আগরতলায় ৬২.২ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে একইভাবে ভারী বর্ষণ হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুরে জেলখানায় ফাঁসিতে আত্মঘাতী বিচারাধীন কয়েদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। অমরপুর সাব-জেলখানায় বিচারাধীন কয়েদি আত্মহত্যা করেছেন। জেলখানায় রক্ষীদের অগোচরে বুধবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ নিজের সেলেই গলায় গামছা জড়িয়ে বিচারাধীন কয়েদি সুজাদু মগ (২৮) আত্মহত্যা করেছেন। খবর পেয়ে অমরপুর সাব-জেলের সুপারিটেন্ডেন্ট এবং পুলিশ জেলখানায় পৌঁছে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেন। জেলখানায় আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আত্মঘাতী বিচারাধীন কয়েদি সুজাদু মগ করবুক মহকুমার শিলাছড়ি ব্লকের অন্তর্গত কমলছড়ি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গত ১৫ জুন একটি মারপিটের মামলায় তাকে আদালত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা কেন করলেন তার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ।

এদিকে, অমরপুরের সাব-জেল মেরামতির জন্য দীর্ঘ এক বছরেরও অধিক সময় ধরে বন্ধ থাকার পর গত ১৫ জুন থেকে পুনরায় চালু হয়েছে। ফলে, ওই সময়ে মহকুমা আদালতের আদেশে বিচারাধীন বন্দি এবং সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের উদয়পুরস্থিত গোমতি জেলা সংশোধনাগারে রাখা হত। সংস্কারের পর চালু হওয়ার দু দিনের মাথায় জেলখানার ভেতরেই বিচারাধীন বন্দির আত্মহত্যার ঘটনায় অন্য কয়েদিদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাছাড়া, তাকে খুন করা হয়েছে কিনা সেই সন্দেহও করা হচ্ছে।

শহরের আরও একটি হোটেল একান্তবাস কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। বহিঃরাজ্য থেকে ফিরছেন ত্রিপুরার নাগরিকরা। তাদের মধ্যে অনেকেই সেচ্ছায় একান্তবাস কেন্দ্রে যেতে চাইছেন। তাই পশ্চিম জেলায় আরও একটি হোটেলকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সেখানে নিজ খরচায় প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে থাকা যাবে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে মঠচৌমুহনীস্থিত উডল্যান্ড পার্ক হোটেলকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ইতিপূর্বে খেজুরবাগানস্থিত জিঞ্জার হোটেল প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল। সেখানে নিজ খরচায় থাকার সুবিধা রয়েছে। একইভাবে উডল্যান্ড পার্ক হোটেলেও নিজ খরচায় প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাস কেন্দ্রের সুবিধা নেওয়া যাবে। রোম ভাড়া সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই জারি করা হবে।

মণিপুরে সংকটে বিজেপি, দলীয় ৩ বিধায়ক সহ ৯ জনের কংগ্রেসে যোগ

ইমফল, ১৭ জুন (হি.স.)।। কোভিড-১৯ অতিমারির সংকটের মধ্যেই মণিপুরে গভীর সংকটে পড়েছে বিজেপি। বুধবার তিন বিজেপি বিধায়ক সহ নয় বিধায়ক পদত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

মণিপুরের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এল জয়ন্তকুমার সিংহ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই জয়কুমার সিংহ, উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রী এন কাইসিআই এবং ক্রীড়া ও যুব মন্ত্রী লেটপাও হওকিপ সহ বিজেপি সরকারের জোট শরিক ন্যাশনাল পিপলসপার্টির (এনপিপি) চার সদস্য বিজেপি থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন। মণিপুরের জিরিবামের একমাত্র নির্দল বিধায়ক এবং তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কও বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে কংগ্রেসের সাথে জোট বাঁধার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

আজ বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই জয়কুমার সিংহ বিজেপির প্রতি তাঁর সমর্থন প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথায়, মণিপুরে গত কয়েক মাসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন নিয়ে সকলেই অবগত। বিশেষ করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার এবং আমি সহ আমরা যে ধরনের আচরণ পেয়েছি সে সম্পর্কে গোটা রাজ্যই ওয়াকিবহাল। সাথে তিনি যোগ করেন, আমরা ২০২২ সালের গোড়ার দিকে, বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য দলের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ কী হবে সে সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছি। তার ভিত্তিতে আজ আমরা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এই সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমন-কি, মন্ত্রিত্ব থেকে মন্ত্রীরাও পদত্যাগ করবেন।

শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানিয়ে চিনের পণ্য বর্জনের ডাক বিজেপি যুবমোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। লাদাখে লাল ফৌজের সাথে ভারতীয় সেনার সংঘর্ষে আমাদের ২০ জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। তারই প্রতিবাদে আজ আগরতলায় চিনের পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছে বিজেপি যুবমোর্চা। পাশাপাশি, বিজেপি মহিলা মোর্চা চিনের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছে। বুধবার বিজেপির সদর জেলা যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চা ভারতীয় সেনা-র শহিদ জওয়ানদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছে।

এদিন বিজেপি সদর জেলা যুব মোর্চা সাধারণ সম্পাদক বলেন, লাদাখে ২০ জন ভারতীয় সেনা জওয়ান শহিদ হয়েছেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে আজ আমরা দুই মিনিট নীরবতা পালন করব। তিনি বলেন, বীর শহিদরা চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বসবাস করবেন। কারণ, তাঁরা নিজের জীবন দেশের রক্ষা করেছেন। তাঁদের এই বলিদান দেশ ও দেশবাসী চিরকাল স্মরণে রাখবেন। তাঁর কথায়, এখন সময় এসেছে চিনকে শুধু সীমান্তে নয়, অর্থনৈতিকভাবেও আঘাত করতে হবে। তাই, যুব মোর্চা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ থেকে চিনের পণ্য বর্জন করব। তাঁর বক্তব্য, চিন আমাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সতের দিনের মাথায় পরীক্ষামূলক লাইট ইঞ্জিন চলেছে পাহাড় লাইনে

হাফলং, ১৭ জুন (হি.স.)।। দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরামের যাত্রীদের স্বস্তি দিয়ে ১৭ দিনের মাথায় লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে পরীক্ষামূলক ইঞ্জিন চালানো হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জীব রায়, লামডিং ডিভিশনের রেলওয়ে ম্যানেজার রাম বাহাদুর রাই সহ রেলের পদস্থ অফিসাররা পাহাড় লাইনের মুপা ও মাইবাঙের ধস বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে গেছেন। নতুন করে রেলওয়ে ট্র্যাক বসানোর কাজও দেখেছেন তাঁরা। এর পরই আজ বুধবার পরীক্ষামূলক ভাবে লাইট ইঞ্জিন চালানো হয়েছে।

গতকাল তাঁরা মুপা ও মাইবাঙের ধস বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে যাওয়ার পর রাতেই ১৮০ মিটার অংশে ট্র্যাক লিঙ্কিঙের কাজ শেষ করে নেন রেল কর্মীরা। তার পর আজ দুপুরের দিকে বেশ কয়েকবার মুপার ধস বিধ্বস্ত এলাকা দিয়ে নির্বিঘ্নে পারাপার হয়েছে লাইট ইঞ্জিন। আগামীকালও এভাবে চালানো হবে লাইট ইঞ্জিন। তার পরেই হয়ত পরীক্ষামূলক ভাবে দু একদিন চলবে পণ্যবাহী ট্রেন। পরবর্তীতে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে যাত্রী রেল চালানোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি শুরু, দু'দিনে ২৮ ট্রাক পণ্য এসেছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। আগরতলা স্থলবন্দর দিয়ে পুনরায় পণ্য আমদানি শুরু হয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার দুদিনে ২৮ ট্রাক পণ্য বাংলাদেশ থেকে এসেছে। করোনা-র থাবায় গত ৭ জুন আগরতলা স্থলবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৬ জুন থেকে পুনরায় আমদানি শুরু হয়েছে। তাতে ব্যবসায়িক মহলে স্বস্তি দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ মে বাংলাদেশে আটকে থাকা ত্রিপুরা-র নাগরিকরা ফিরেছেন। ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিকদের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। তাদের সংস্পর্শে গিয়ে আগরতলা আইসিপি-তে ৬ জন বিএসএফ এবং একজন চিকিৎসক সহ ৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাতে, আইসিপি গত ৭ জুন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে আইসিপি-র ২৪২ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সম্ভবত, তাদের সকলের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। কারণ, গত ১২ জুন থেকে যাত্রীদের জন্য আইসিপি-র দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের নাগরিকরা এখন আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছেন।

এদিকে, বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তবে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে পালনের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য বলা হয়েছে। ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি-র আগরতলা ম্যানেজার দেবাশিস নন্দী জানান, বাংলাদেশ পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে গাড়ির চালকদের যথাসম্ভব গাড়িতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, শ্রমিকদের স্যানিটাইজ করার সাথে ভালোভাবে হাত ধোয়া এবং গ্লাভস পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রত্যেক শ্রমিককে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশের পণ্যবাহী ট্রাক আইসিপি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আগরতলা স্থলবন্দর স্যানিটাইজ করা হচ্ছে।

দেবাশিসবাবুর কথায়, মঙ্গলবার ১৩ ট্রাক পণ্য বাংলাদেশ থেকে রফতানি করা হয়েছে। তাতে ১১টি ট্রাকে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৭০ লিটার ভোজ্য তেল এবং দুই ট্রাক শুঁটকি এসেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আজকেও বাংলাদেশ থেকে পণ্য এসেছে। আজ ১৫ ট্রাক পণ্য আমদানি হয়েছে। তাতে রয়েছে ৬ ট্রাক ভোজ্য তেল, ২ ট্রাক পিভিসি পাইপ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৪৫ ▫ ১৮ জুন ২০২০ ইং ▫ ৩ আষাঢ় ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

চিন ভারত যুদ্ধ

চিন ভারত সীমান্ত সমস্যা নতুন নহে। লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারত এবং চিনের সেনা সংঘর্ষ ঘটে সোমবার রাতে। মঙ্গলবার সকালে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় পয়েন্ট ১৪ ভারত চিন সেনার সংঘর্ষের খবর আসে। এই সংঘর্ষে কুড়ি ভারতীয় সেনা শহিদ হইয়াছেন। চিনের ৪৩ জওয়ান হতাহত হন। গত পঁয়তাল্লিশ বছরে চিন সীমান্তে এমন ঘটনা প্রথম। ১৯৭৫ সালের পর চিন সীমান্তে দুই দেশের সেনা বাহিনীর মধ্যে প্রথম সংঘর্ষের ঘটনাই ইহা। ১৯৭৫ সালে অরুণাচলে তুলুংলাতে দুই দেশের তথাকথিত প্রকৃত সীমান্তে চিনা বাহিনীর পাতা অ্যাম্বুশে প্রাণ হারায় চার ভারতীয় সেনা। সংবাদসূত্রে জানা গিয়াছে, সোমবার রাতের সংঘর্ষে দুপক্ষেই কোনও গুলিগোলার ঘটনা নাই। প্রসঙ্গত, পূর্ব লাদাখের প্যাংগং টিসো, গালোয়ান উপত্যকা, সেশচক ও কৌলতবেগে দুই দেশের সেনা সমাবেশ চলিতেছে। প্যাংগং টিসো সহ কয়েকটি জায়গায় চিনা বাহিনী প্রকৃত সীমান্ত রেখা অতিক্রম করিয়া ভারতীয় ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতীয় বাহিনী চিনা অনুপ্রবেশের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া অনতিবিলম্বে চিনা বাহিনীকে ফেরৎ যাইতে বলিয়াছে। সেনা বাহিনী সরাইয়া সীমান্তে শান্তির পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে গত কয়েকদিন ধরিয়াই দুই পক্ষের দফায় দফায় বৈঠক চলিতেছে। কিন্তু, সোমবার রাতে দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনায় বলি হয় ২০ ভারতীয় সেনা। চিনা পক্ষের ৪৩ সেনা হতাহত হন। হিমাঙ্কর নিচের তাপমাত্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এত উচুঁতে খোলা আকাশেণ নীতে আহত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ থাকিবার ফলে দুই দেশের সেনা জওয়ানদের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াও দাবী করা হইয়াছে।

চিনের সঙ্গে ভারতের ঘটাঘটি লাগিয়াই আছে। স্বাধীনতার পর চিন ভারতকে প্রথম আঘাত করে। নতুন স্বাধীন দেশ ভারত তখন প্রায় হামাগুড় অবস্থা। সমরাস্ত্র বলিতে কিছুই নাই। থ্রী নট থ্রী রাইফেলই ছিল সম্বল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখিবার পরই স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ভারত শান্তির পথেই হাটিয়াছে। শান্তির প্রচার করেন পঞ্চশীলের প্রবক্তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু। তখন ভারত চিন গলায় গলায় খাতির। চিনা হিন্দী ভাই ভাই অবস্থা বেশি দিন টিকিল না। ১৯৬২ সালে চিন ভারত যুদ্ধে তখন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর দিশাহারা অবস্থা। চিনা লাল ফৌজ ভারতীয় ভূখন্ড ইটানগরে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। জওহরলালকে তখন আর্তনাদ করিতে দেখা গিয়াছে। অর্থ বল অস্ত্র ও সেনা বল কিছুই ছিল না ভারতের। যুদ্ধ করিতে হইবে এমন ভাবিতেও পারে নাই ভারত। আর এজন্যই সমরাস্ত্রের তাগিদ অনুভব করে নাই। চিন সত্যিই ভারতের বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়াছে। ভারতকে সজাগ করিয়াছে। ১৯৬২ সালে চিনের সাথে যুদ্ধ না হইলে ভারত ঘুমাইয়া কাটাইত। ১৯৬২ সালের পরই ভারত ঘুরিয়া দাঁড়ায়। সমর বলে বলিয়ান হয়। ১৯৬৫ সালেই ভারত তাহার শক্তির পরীক্ষা দিয়াছে। পাকিস্তানকে বুঝাইয়া দিয়াছে ভারত কতবেশী শক্তিশালী।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পরই সারা বিশ্বে ভারত যে শক্তিধর দেশ হইয়া উঠিতেছে স্পষ্ট হইয়া যায়। যেসব দেশগুলি ভারতকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মধ্যই রাখিত তাহারাই আজ বিশ্বের একটি শক্তিধর দেশ হিসাবে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। তাই আজ অনেকেই স্বপ্ন দেখিতেছেন 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' যুদ্ধ কাহারও কাম্য নহে। কিন্তু, সীমান্ত বিরোধ নিয়া চিন ও ভারত একে অপরকে হুশিয়ারী দিয়াই চলিয়াছে। এই বিরোধের নিষ্পত্তি না হইলে আরও বড় ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনাকে উড়ইয়া দেওয়া যায় না। প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্য যে বৈরী মানসিকতাই বজায় থাকে তাহা হইলে শান্তি স্বস্তি হারাইয়া যায়। যুদ্ধং দেহি মনোভাব ত্যাগ করিয়া শান্তির পথই অনেক বেশী কাম্য। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ক্রমাগত বেড়েই চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য, দুঃশ্চিন্তায় মধ্যবিত্ত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য। দাম কমার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এই নিয়ে পরপর ১১-দিন, বুধবারও মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেল। এদিন দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, সমস্ত মেট্রো শহরে দাম বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের। লাগাতার ১১-দিনে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৬.০২ টাকা এবং ডিজেল ৬.৪ টাকা। ০.৫৫ পয়সা দাম বৃদ্ধির পর বুধবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে ৭৭.২৮ টাকা, কলকাতায় ০.৫৩ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ৭৯.০৮ টাকা, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ০.৫৩ পয়সা ও চেন্নাইয়ে ০.৪৯ পয়সা করে বাড়ার পর পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৮৪.১৫ টাকা এবং ৮০.৮৬ টাকা।

পেট্রোলের পাশাপাশি দাম বেড়েই চলেছে ডিজেলেরও। বুধবার ০.৬০ পয়সা বাড়ার পর দিল্লিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৭৫.৭৯ টাকা, কলকাতায় ০.৫৪ পয়সা বাড়ার পর লিটারপ্রতি ডিজেলের দাম ৭১.৩৮ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। মুম্বইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.৫৭ পয়সা এবং চেন্নাইয়ে ০.৫২ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দাম। মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম যথাক্রমে-৭৪.৩২ টাকা এবং ৭৩.৬৯ টাকা।

নদী থেকে গ্রামের পুকুরে ঢুকে পড়ল বিশালাকার কুমির, আতঙ্ক মৈপীঠে

মৈপীঠ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৭ (জুন হি.স.): সুন্দরবনের নদী থেকে বেরিয়ে গ্রামের একটি পুকুরে ঢুকে পড়ল বিশালাকার একটি কুমির। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপীঠ কোস্টাল থানার অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রামের ঘটনা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিনোদপুর গ্রামের বাসিন্দা তপন মান্না নামে একজন ব্যক্তির পুকুরে ঢুকে পড়ে কুমিরটি।

প্রায় ৫০০ মিটার দূরের মাকড়ি নদী থেকে কুমিরটি তপন মান্নার পুকুরে ঢুকে পড়ে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে এলে তাঁরা বন দফতর ও স্থানীয় থানায় খবর দেন। সারা রাত পুকুরটিকে ঘিরে রাখা হয়। বুধবার সকালে বন দফতরের কর্মীরা পুকুর থেকে কুমিরটিকে ধরে উদ্ধার করে নিয়ে যান। প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর কুমিরটিকে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল লাগোয়া নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। তপন বাবু বলেন, "মঙ্গলাবার সন্ধ্যায় স্থানীয় মানুষজন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কুমিরটিকে পুকুর পাড়ে দেখতে পান। তাঁরা টর্চের আলো জ্বালাতেই আমার পুকুরে ঝাঁপ মারে কুমিরটি। পড়ে বন দফতরকে খবর দিলে তাঁরা এসে কুমিরটিকে ধরে নিয়ে যায়"।

নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের পাক-হামলা, নৌগাম সেক্টরে প্রত্যাঘাত ভারতের

শ্রীনগর, ১৭ জুন (হি.স.): ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর হামলা চালিয়ে ফের অস্ত্র-বিরতি লঙ্ঘন করল পাক সেনা। বুধবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের নৌগাম সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি মর্টার নিক্ষেপ করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। পাক সেনাবাহিনীর নিশানায় ছিল ভারতীয় ভূখণ্ড। শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছি ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বুধবার রাতে নৌগাম সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনাবাহিনী। সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনাতেই অস্ত্র-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। ভারতীয় জওয়ানরাও পাল্টা জবাব ফিরিয়ে দেন। পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

চীন - ভারত সীমান্ত বিবাদ আর দলাই লামা

আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন ।। পূর্ব লাদাখের মূল নিয়ন্ত্রণ রেখায় দুই দেশের সেনার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। যাতে এক ভারতীয় কর্নেল সহ দুই জওয়ান শহীদ হন। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে যে এল এ সির স্থিতি বদলাতে চিনের উদ্যত হওয়ার জন্যি এমনটা হয়। শান্তিপূর্ণ ভাবে এর সমাধান হবে। চীনকে বুঝতে হবে ভারত আর ১৯৬২ সালের ভারত নয়। দুই তরফের ক্ষতি হয়। উত্তেজনা কম করার জন্য কথা চলছে। এবার ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়া হবে।চিন সংযমী হলে এই উত্তেজনা বর্জন করা যেত । ১৯৬২ সাল থেকে ভারতের কয়েক লক্ষ বর্গকিলোমিটার ভূখন্ড দখল করে রেখেছে ধূর্ত চীন। মূল নিয়ন্ত্রণ রেখা এলএসি পেরিয়ে ফের ঢোকার চেষ্টা করেছে চীন।সময় নষ্ট না করে ভারতও তৎক্ষণাৎ তাদের পাল্টা জবাব দিয়েছে। তাই চীন এখন আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত বিরোধ সমাধানে সম্মত হয়েছে। চীনের সক্রিয় হয়ে ওঠার পরে ভারতীয় সেনা এবং বায়ুসেনা পুরোপুরি প্রস্তুত। চীন লাগোয়া সীমান্ত ভারতীয় সেনা সতর্ক নজর রেখে চলছে এবং যে কোনও পরিস্থিতির জন্য নিজেদের তৈরি রেখেছে। দু"দেশের মধ্যে দীর্ঘ ৪০৪৮ কিলোমিটারে বিস্তৃত সীমান্ত রয়েছে। এতে পশ্চিমা সেক্টর (লাদাখ), মধ্য সেক্টর (উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ) এবং পূর্ব সেক্টর (সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ) নিয়ে গঠিত. এখন ভারত যুদ্ধক্ষেত্র এবং কূটনীতি উভয় স্তরেই চীনের সাথে পাঞ্জা কষতে প্রস্তুত।

দলাই লামা কেন নীরব

তবে আশ্চর্যের বিষয় হ"ল যে চীনের আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা এবং তিব্বতের বহিষ্কৃত শাসক, দালাই লামা নীরব। তিনি একটি কথাও বলছে না। যাইহোক, দালাই লামা সর্বদাই শান্তি ও শান্ত থাকার জন্য বক্তৃতা দিয়ে যান। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বোধের মাঝে তার কি ভারতের পক্ষ নেওয়া উচিত নয়? তার এই মুহুর্তে বিশ্বকে জানানো উচিত যে শান্তিপ্রিয় দেশ ভারতের সঙ্গে অপ্রয়োজনে উত্তেজনা বাড়াতে চাইছে চীন। চীন কতটা নিচে নেমে গিয়েছে তার সেটা বিশ্ববাসীকে বলা উচিত তার। তবে মনে হয় সে মৌনতা অবলম্বন করেছে। তার কোনও খোঁজ খবর নেই। ১৯৫৯ সালে ভারতে দলাই লামা এবং তার অনুগামীদের থাকতে দিয়ে চীনকে রাগিয়ে তুলেছিলেন নেহেরু। সেই থেকে আমরা দালাই লামাকে সব ধরণের সহায়তা দিয়ে আসছি। এই উপলক্ষে, দালাই লামার উচিত ছিল চীনের বিস্তারবাদ নীতিগুলিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। এই উপলক্ষে তার নীরব থাকা উচিত নয়। শান্তির নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত দালাই লামাকে পুরো বিশ্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তার প্রতি ভারতবর্ষও শ্রদ্ধাশীল।তবে এবার ভারতকে তিনি হতাশ করেছেন।

তিব্বতিরা কখন চীনা দূতাবাস ঘিরে বিক্ষোভ দেখাবে

১৯৬২-এর ভারত-চীন যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতের দূতাবাস তিব্বতের রাজধানী লাসায় থাকত। যুদ্ধের সময়, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সেই দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছিলাম ফলে একতরফা ভাবে তিব্বতকে দখল করতে চীনের সুবিধা হয়। গোটা বিশ্ব জানে সেই সময় দলাই লামার সঙ্গে কয়েক হাজার তিব্বতী ভারতে শরণার্থী হিসেবে এসেছিল। এখন তাদের তৃতীয়-চতুর্থ প্রজন্মরা বর্তমান। তারা দিল্লিতে প্রচুর সংখ্যায় বাস করে।এ ছাড়া তারা সিকিম, দেরাদুন, ধর্মশালাতেও রয়েছে।এই তিব্বতি যুবকরা বছরে কমপক্ষে একবার দিল্লিতে চীন দূতাবাসের উঁচু দেয়ালে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। চীন যখন ১ অক্টোবর তার জাতীয় দিবস উদযাপন করে, তখন তিব্বতি যুবক এবং যুবতী মহিলা চীনা দূতাবাসের বাইরে প্রতিবাদ করে। দিল্লি পুলিশের কড়া ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিছু যুবক চীন দূতাবাসের দেয়ালে ওঠার চেষ্টা করেন। তারা চীন সরকারকে তিব্বত থেকে সরে যেতে বলে। ১৯৫৯ সালের ১০ মার্চ চীন তিব্বত আক্রমণ করেছিল।যার পরে দালাই লামার নেতৃত্বে কয়েক হাজার তিব্বতি শরণার্থী ভারতে চলে এসেছিল। এই তিব্বতিদের এখন কি চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চীনা দুতাবস ঘেরাও করা উচিত নয়? এখন তারা ভারতের নাগরিকত্বও পেয়েছে। তবে দালাই লামা বা কোনও তিব্বতি এখনই চীনা দূতাবাসকে ঘিরে নেই। ভারত সরকার শরণার্থী তিব্বতীদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিল।হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি এবং দেশের অনেক রাজ্যে তাদের জীবনযাত্রার ও কর্মসংস্থানের জন্য পরিকল্পনা তৈরি ও প্রয়োগ করা হয়েছিল। রাজধানীর কথা যদি বলি তবে মজনু কা টিলায় এই তিব্বতীদের জন্য একটি উপনিবেশও গঠন করা হয়েছিল। হাজার হাজার তিব্বতি সেখানে বাস করে। একইভাবে দিল্লির কানাট প্লেসে জনপথে একটি তিব্বতীয় বাজার নির্মিত হয়েছিল। তিব্বতীয় বাজারটি ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাতে তিব্বতিরা তাদের নিজস্ব ব্যবসায়ে স্বাবলম্বী হতে পারে। এই বাজারে, তিব্বতিরা প্রতিমা, শাল, পেইন্টিং এবং নিদর্শনগুলি বিক্রি করে ভাল আয় করে। যারা দালাই লামাকে তাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে বিবেচনা করে, তাদের কি কোনও স্তরের চীনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত নয়? চীনের এই বর্তমান আগ্রাসন নীতি নিয়ে কেবল দালাই লামা এবং তার সমর্থকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়।

ব্রিকসের ভূমিকা নিয়েও কথা বলতে হবে। ব্রিকসের মধ্যে রয়েছে ভারত, চীন, ব্রাজিল, রাশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের বেশি ব্রিকস দেশে বাস করে।বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্রিকস দেশগুলি অর্থ, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা, কৃষি, যোগাযোগ, শ্রম ইত্যাদি বিষয়ে একে অন্যকে সহযোগিতার কথা বলে। তবে গ্রাউন্ড রিয়েলিটি সবার জানা। এখন ব্রিকস গোষ্ঠীর একটি দেশ তার সহযোগী দেশের সঙ্গে শত্রুদের মতো আচরণ করছে, তাহলে কেন এই গোষ্ঠীর বাকি দেশগুলি নীরব? রাশিয়ার নীরবতা সবচেয়ে অবাক করা। যে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের পুরাতন এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে তারা এই মুহূর্তে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে প্রস্তুত নয়। ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কথা বলাও বন্ধ? এই দেশগুলিকে ভারতের প্রশ্ন করা উচিত। বলা বাহুল্য যে অস্ট্রেলিয়া আজ রাশিয়া, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে অনেক ভাল প্রমাণিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সঙ্গে নিয়ে বিগত দিনে চীনকে কড়া বার্তা দিয়েছেন। উভয় দেশই চীনকে অন্যান্য দেশের সার্বভৌমত্ব অনুসরণ করতে বলেছিল।

ভারত মহাসাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের অবসান ঘটাতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়াও একে অপরের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের জন্য একটি চুক্তি করেছে। বিশ্বকে করোনার মতো বিশ্বব্যাপী মহামারী দেওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়া চীনের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বৈঠকের সময় অস্ট্রেলিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রস্তাবকে সমর্থন করে চীনকে রাগিয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এখন চীন অস্ট্রেলিয়াকে খারাপ বলছে। তবে অস্ট্রেলিয়া চীনের কাছে মাথা নত করতে প্রস্তুত নয়।

আমি আশা করি ব্রিকস সদস্যের বাকি সদস্য দেশগুলি অস্ট্রেলিয়া থেকে নিজেরা কিছু শিখতে পারবে। এখন মনে হচ্ছে দালাই লামা এবং ব্রিকস নিয়ে ভারতকে নিজেদের নীতি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এদিকে, ভারত পর্যবেক্ষণ করছে যে চীন কোনও নতুন ভূখণ্ডের উপর নিজের অধিকার চাপানোর চেষ্টা যেন না করে। অন্যদিকে, ভারতীয় সেনারা লাদাখ থেকে অরুণাচল প্রদেশের দুর্গম সীমান্তে প্রস্তুত। ভারত এবার চীনের ঘাড়ে চাপতে প্রস্তুত। চীন আরও সচেতন যে ভারত আর নেহেরুর ভারত নয়, যিনি সংসদে দাড়িয়ে চীনকে রক্ষা করে বলেছিলেন যে ৮৩,০০০ কিলোমিটার আকসাইচিন হচ্ছে বধ্যা জমি সেখানে কোনও ফলন হবে না। তখন এক টাক মাথা সাংসদ নিজের টাকের দিকে ইশারা করে বলেছিলেন যে তাহলে সব টাক মাথাদের শিরচ্ছেদ করা হোক। কিন্তু ২০২০ মোদীর ভারতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে না। হিন্দুস্থান সমাচার

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

ট্রাম্প নির্বিকার, অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়করা করোনা ঠেকাতে মাথার চুল ছিঁড়ছেন

নারায়ণ দাস

ভারত সহ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি এখন কোভিড-১৯ এর সঙ্গে লড়ছে। যাঁরা এই মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাদের চিকিৎসা করে বাঁচানোর কাজই অগ্রাধিকার সহকারে করা হচ্ছে। আক্রান্তদের সংখ্যা যেমন রয়েছে, মৃত্যুও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এই সব দেশে উন্নয়ন থেমে রয়েছে, থেমে রয়েছে রাজনীতি। এখন শুধু করোনার সঙ্গে লড়াই। এ লড়াই থামার লক্ষ্মণ এখনও পর্যন্ত নেই। লকডাউনের আশ্রয় নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ এখন গৃহবন্দি। অনেক বিধিনিষেধ, অনেক নিয়মকানুন মানা হচ্ছে—তবুও যদি এই অজানা ভাইরাসের গ্রাস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই একটি ভাইরাস সারা পৃথিবীর মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলছে। একটা চিন্তা নিয়েই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা এখন আছেন, তা হল মানুষকে কোভিড-১৯ এর হাত থেকে বাঁচানো।

প্রতিষেধক নেই, নেই ভ্যাকসিন, নেই নিরাময়ের অন্য ব্যবস্থা। তাই চিকিৎসকদের হাতেও কোনও অস্ত্র নেই, যার সাহায্যে এই ভাইরাসের বিনাশ সম্ভব। তাঁরা অসহায়। এই ভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হলে প্রিয়জনেরাও তাঁকেত দেখতে পাবেন না কারণ সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে। রোগীর ভরসাস্থল চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাঁরাই প্রকৃত বন্ধু। মৃত্যু হলেও দেহ তুলে দেওয়া হবে না আপনজনের হাতে—সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় সেই কারণে। খবর জানার পর পরিবারে শুধুই হাহুতাশ, কান্নায় ভেঙে পড়া সদস্যরা আইসোলেশনে। এমন একটি রোগ, পৃথিবীর দেশগুলিকে তছনছ করে দিল।

রাষ্ট্রপ্রধানরা এখন ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছেন না কী করে এই করোনাকে বশে আনা যায়।

ব্যতিক্রম শুধু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দেশ করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর খতিয়ানে আক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে শীর্ষে। প্রতিদিন মৃত্যুর মিছিল চলছে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই ট্রাম্পের । প্রশাসনের প্রধান কেন্দ্রস্থল হোয়াইট হাউসের তিনজন শীর্ষ আধিকরিক করোনায় আক্রান্ত। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। তিনি শুরুতেই বলেছিলেন মাস্ক ব্যবহার করবেন না। এখনও পর্যন্ত তা মেনে চলেছেন। আমেরিকায় মানুষের মৃত্যুর বহর দেখে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলছেন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদের অযোগ্য। তিনি মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। কিন্ত এই সমালোচনা তাঁকে বিদ্ধ করে না--- তিনি অকুতোভয়। অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা যখন করোনা আক্রমণে দিশেহারা, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কূটনৈতিক চাল দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায়। এখন তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' এবং চিনকে নিয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি এই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, আর্থিক সাহায্য বন্ধ করেছেন। তাঁর প্রধান অভিযোগ, এই সংস্থা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করে চিনের করোনা ভাইরাসের তথ্য গোপন করাকে মদত দিয়েছে। চিনের হয়ে ওকালতি করছে। পৃথিবীর সব দেশ ট্রাম্পের এই ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছে। কিন্তু তাতে তাঁর কি আস যায়?

মৃত্যু যখন বিরামহীন, তখন ট্রাম্প বলবেন, এর জন্য চিন দায়ী? সংবাদিকদের প্রশ্নে মেজাজ হারিয়ে বললেন, ভাইরাস যে ছড়াতে পারে, তার উৎসস্থলে তা বুঝে চিন বিভিন্ন দেশকে সতর্ক করতে পারত। তাঁর ক্রোধ,কোথায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' চিনের এই গোপনীয়তার নিন্দা করবে, তা না করে চিনের হয়ে কথা বলছে। তাকে উৎসাহ জোগাচ্ছে। ট্রাম্পের এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেওয়া না গেলেও, ওই ভাইরাসের আক্রমণ এত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, তা চিন বুঝেও নীরব থেকেছে এই অভিযোগ শোনা যায়।

তবে চিনের দোষত্রুটি যাই থাকুক না কেন, চিন কিন্তু এই ভাইরাসের মোকাবিলায় সফল হয়েছে মৃত্যুকে আটকে দিয়েছে, আক্রান্তের সংখ্যাও লকডাউন জোরালোভাবে করে নিয়ন্ত্রণে এনেছে। যদিও লকডাউন তুলে নেওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে যে আক্রমণ শুরু হয়,তাও রুখে দিয়েছে। কিন্তু কি পরিহাস। চিন এই ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল, যা পরে সেখান থেকে অতি ভয়াবহরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল। আক্রান্ত ও মৃত্যুর নিরিখে আমেরিকা শীর্ষে চলে এলে। ট্রাম্পের গাত্রদাহ ওই কারণেই। কিন্তু ট্রাম্পের সমালোচনা সত্ত্বেও চিন অবিচল রয়েছে। বলেছে আমেরিকা তার নিজের ঘর সামলাক।

ট্রাম্প ছেড়ে দেননি ভারতকেও। করোনা ভাইরাস যখন ছড়াচ্ছে তাঁর দেশে, তখন ভারতকে করোনায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য

হাইড্রোক্লোরোকুইন সরবরাহ করার আবেদন জানালেন। সেই সঙ্গে জুড়ে দিলেন একটি হুমকিও। বললেন, ভারত যদি ওই ওষুধ আমেরিকাকে না দেয়, তাহলে তার ফল ভালো হবে না। এটাই ট্রাম্পের স্বভাব বলে মনে করেন অনেক রাজনীতিবিদরাও। কোনও অনুরোধ, উপরোধ নয়---সব সময়ই একটা হুমকির সুরে কথা বলা ট্রাম্প রপ্ত করে ফেলেছেন। ওষুধ সরবরাহ করার কথা শুনে আর কালক্ষেপণ করলেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অতি তৎপরতার সঙ্গে রফতানির ব্যাপারে নিয়মকানুন শিথিল করে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেট পাঠানো হল। মজার ব্যাপার, কিছুদিন যেতে না যেতেই আমেরিকা ভারতকে জানিয়ে দিল, করোনা চিকিৎসায় এই ওষুধ প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া তো দূরের কথা, এর প্রয়োগে রোগীর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তো বাড়ছেই, রোগীর মৃত্যুও ত্বরান্বিত হচ্ছে। অথচ ভারতে করোনা চিকিৎসায় এই ক্লোরোকুইনের ব্যবহার বন্ধ করা হয়নি , আমেরিকার মন্তব্য জানার পরও। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেছেন, এই ট্যাবলেট করোনা রোগীকে খালি পেটে খাওয়ানো চলবে না। সেই নির্দেশ মানা হচ্ছে। ভারতে এই ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে।

করোনার আক্রমণ যে কি ভয়াবহ,তার অভিজ্ঞতা হয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে এসে। গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। অবস্থার অবনতি ঘটায়, তাঁকে ইনসেনটিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) রাখা হয়। সেখানেও তাঁর সংকট বাড়লে প্রধানমন্ত্রীকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। চিকিৎসকরা তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। একটা সময় তাঁর প্রাণ বিয়োগের কথা কিভাবে ঘোষণা করা হবে, তা নিয়ে শলাপরামর্শ চলছিল। পরে সংক্ট কেটে যায় এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি তাঁর চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্টাফদের ধন্যবাধ জানান। তাঁর নবজাতকের নামও করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মিল রেখে করেন। পরে যখন অফিসে যোগ দিলেন, তখন এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে জনসন বললেন, 'মৃত্যুর ছোবল থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলাম'। ব্রিটেনের রাজপ্রাসাদেও করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছেন।

অন্যান্য উন্নত দেশ যেমন ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ব্রাজিল এবং রাশিয়া করোনার হানায় বিপর্যস্ত---স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ। প্রতিদিন যেমন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে মৃত্যুও। কোনও কোনও দেশ লকডাউন শিথিল করতে বাধ্য হয়েছে আর্থিক কারণে, কিন্তু তার ফল হচ্ছে বিষময়। করোনার আক্রমণ অব্যাহত গতিতে চলছে। স্পেন, ইতালি এবং ব্রাজিলে এই ভাইরাস ব্যাপকভাবে তার থাবা বসিয়েছে। রাশিয়ায় আক্রান্তর তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কম।

ইতালি একটি ছোট, প্রায় ৬ কোটি লোকের দেশ। সেখানে করোনার গ্রাস শুরু থেকেই ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছে। করোনা এই সবে দেশের প্রধান প্রশাসকদের ভুলিয়ে দিয়েছে রাজনীতি, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক আসরের কুটকাচানি, উন্নয়ন থমকে রয়েছে--- শুধুই এক চিন্তা তাদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, কী করে নিজ নিজে দেশের জনগণকে করোনা ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচাবেন, কী করে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনবেন। অথচ এই দেশগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা অনেক উন্নত--- অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা করাতে মানুষ এই সব দেশে আসেন। অথচ এই দেশগুলিই করোনার আক্রমণে কাবু---বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা অন্ধকারে হাতড়িয়ে চলেছেন কী উপায়ে এই মারণ ভাইরাসের আক্রমণ রুখে দেওয়া যায়। সবচাইতে যেটা ভাবিয়ে তুলেছেন, কবে করোনামুক্ত হবে তাদের দেশ। কবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে মানুষের দৈনন্দিন চলার পথ। ১৩০ কোটির ভারতও এই ভয়াবহ ভাইরাসের আগ্রাসন থামাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ভারতে করোনার থাবা অনেকটাই রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের অনলস পরিশ্রম, সেবায় তা সম্ভব হয়েছে। যদিও পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজ নিজ রাজ্যে ফেরার পর সংক্রমণের হার অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। তবে ভরসার কথা একটাই সুস্থতার রেট আশাপ্রদ। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রের কোভিড-১৯ এর আক্রমণ সবচাইতে বেশি। ফলে মৃতুর হারও বেশি। ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলিতে করোনার দাপট অপেক্ষাকৃত কম। পশ্চিমবঙ্গের এখন সবচাইতে বড় উদ্বেগ পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে। হাজার হাজার বাংলার শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত ছিলেন। লকডাউনের কারণে তাঁরা সবাই কাজ হারান এবং আটকে পড়েন। পরে নিঃস্ব হয়ে তাঁরা রাজ্যের ফেরেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই করোনা ভাইরাসের শিকার হয়েছেন। এখন লকডাউন শিথিল করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, করোনার হাত থেকে সহজে রেহাই মিলবে না---তাই সবকিছু অচল করে দিয়ে দিনের পর দিন করোনা নিয়ে সবে থাকাও ঠিক হবে না। তাই লকডাউন আলগা করার উদ্যোগ। ছন্দে ফেরার চেষ্টা। যদিও কাজটি বড় ঝুঁকির।

সারা বিশ্ব এখন তাকিয়ে আছে বিজ্ঞানীও গবেষকদের দিকে, করে এই মারণ ভাইরাস বধের ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক তাঁর ।বের করবেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা 'জ্যাডকম' নামে একটি প্রতিষেধক বের করেছেন--- তা পরীক্ষামূলকভাবে মানবদেহে প্রয়োগ হয়েছে। এখন ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করে থাকা। আমেরিকাবাসীরা এবং ভারত সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও বসে নেই, তাঁরাও এই ভাইরাস দমনের উপযুক্ত ওষুধ আবিষ্কারের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। হয়তো একটি কার্যকরী ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক একদিন বের হবেই—।অনেকরই আশা, তার খুব বেশি দেরি নেই। যদ তাড়াতাড়ি তা বাজারে আসে, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের আশীর্বাদ হয়ে তত মঙ্গল। সেই সুদিনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন বিশ্ববাসী। বাংলাদেশের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। যিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি দাবি করেছেন, দু'টি ড্রাগ একসঙ্গে প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া গেছে। ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং গবেষকরা এই ড্রাগ পরীক্ষা করে দেখছেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার এআইওয়াইএফ এর কর্মীরা আগরতলায় ডেপুটেনশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

দাবি না মানলে আগামী বিধানসভা নির্বাচন বয়কটের হুমকি হোমগার্ড সংস্থার, করিমগঞ্জে বিক্ষোভ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ জুন (হি.স.) : নিজেদের দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়েছে সারা অসম প্রশিক্ষিত হোমগার্ড সংস্থা। দাবি না মানলে আগামী বিধানসভা নির্বাচন বয়কটের হুমকি সংস্থার। সংস্থার করিমগঞ্জ জেলা কমিটি বুধবার এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জেলায় কর্মরত হোমগার্ড কর্মীরা তাঁদের নানা ধরনের সমস্যা, অন লাইন ডেপ্লোয়মেন্ট সহ যে সকল এজেন্সিতে কর্মরত কর্মীরা আজ পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন না তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আসন্ন ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকার যদি তাঁদের দাবি পূরণ না করে তা হলে তাঁরা নির্বাচন বয়কট করবেন।

দেশের অন্যান্য রাজ্য সরকার হোমগার্ড কর্মীদের চাকরি নিয়মিত করলেও, অসম সরকার তাঁদের সঙ্গে বৈষম্য করে চলছে। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বার বার সরকারকে অবগত করানোর পরও, আজ পর্যন্ত সরকার কোনও ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় আজ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন হোমগার্ড কর্মীরা। রাজ্যের ২৭ হাজার হোমগার্ড কর্মীদের ভবিষ্যত নিয়ে সরকার ছিনিমিনি খেলছে।

সরকারের পরিবর্তন হলেও তাঁদের সমস্যার কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। শত বঞ্চনার পরও হোমগার্ড কর্মীরা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছেন। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দিবানিশি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন তাঁরা। সাম্প্রতিককালের করোনাকালেও পাঁচ হাজার হোমগার্ড কর্মী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তার পরও সরকার তাঁদেরকে দাবি পূরণে কোনও ধরনের গুরুত্ব দিচ্ছে না।

তাঁরা বলেছেন, চরম দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময়ও যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনও রকম দিন গুজরান করছেন। এই যৎসামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে পরিবারের খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁদের। তাই সার্বিক দুঃসহ পরিস্থিতিতে করিমগঞ্জ জেলায় কর্মরত ৮০০ হোমগার্ড আগামী বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ।

এদিকে আজ কোভিড-১৯-এর কর্তব্য থেকে রাজ্যের ৫০০০ হাজার হোমগার্ড কর্মীদের রিলিজ করা হবে। তাই তাঁদের পুনরায় অন্য কোনও দায়িত্বে বহাল রাখার দাবি জানান তাঁরা। কিছুদিন আগে তাঁদের কমান্ডেন্টের বিরুদ্ধে এবং সহকর্মী সাইনুল হকের বিরুদ্ধে কয়েক জন হোমগার্ড কর্মী বেশকিছু অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। আজকের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে তা আজ খণ্ডন করেছেন জেলার হোমগার্ড কর্মীরা। একটি স্বার্থান্বেষী চক্রের প্ররোচনায় পরে ভুল করেছিলেন বলেও আজকের প্রতিবাদী কর্মসূচিতে স্বীকার করেন তাঁরা।

কেন্দ্রীয় মূল্যায়নে কৃতিত্ব অর্জন করিমগঞ্জের পাথারকান্দি

পাথারকান্দি (অসম), ১৭ জুন (হি.স.) : কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের রেংকিং জরিপে প্রাদেশিকৃত সবগুলো কলেজকে ছাপিয়ে বরাক উপত্যকার মধ্যে কৃতিত্ব অর্জন করেছে করিগমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি কলেজ। এই খবর চাউর হলে এলাকার শিক্ষাপ্রেমীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে। প্রতিবছর সমগ্র দেশের মোট ১০০ টি কলেজকে সেরা রেঙ্কিঙের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়। পাথারকান্দি কলেজ সেরা রেঙ্কিঙে স্থান পেয়েছে, যা এলাকার জনগণের কাছে এক গৌরবের বিষয়।

জানা গেছে, গত বছর বরাকের কাছাড় হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলার মধ্যে একমাত্র পাথারকান্দি কলেজই কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের তৈরি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অনলাইনে যোগ দেয়। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ ড় মঞ্জুরুল হক বলেন, বিগত ১৯৯০ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদ পাথারকান্দিতে প্রয়াত শিক্ষাবিদ কমরুল হকের প্রচেষ্টায় স্বপ্নের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। সে সময় থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্টানটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সবধরনের নীতি-নির্দেশিকাকে পুঙ্খনাপুঙ্খ ভাবে পালন করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাথারকান্দির একমাত্র পুরনো এই কলেজটি শুধু এ বছরই নয় বিগত তিনবছর ধরে একই ভাবে নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় যোগ দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ ড় মঞ্জুরুল হক আরও বলেন, ইচ্ছে থাকলে উপায় অবশ্যই হবে। মূলত এই বিশ্বাসকে শিরোধার্য করে গত তিন বছর থেকে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের তৈরি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে না গিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিভিন্ন তথ্য সহ তাঁর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, পরিকাঠামোগত বিভিন্ন দিকের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। কারণ ধারাবাহিক ভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের তৈরি এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলে পরবর্তীতে ন্যাক-এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায়ও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদী।

সতর্কতা লাদাখে, বন্ধ করে দেওয়া হল শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়ক

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি. স.) : পূর্ব লাদাখের মূল নিয়ন্ত্রণরেখায় সোমবার রাতে ভারত ও চীনা সেনাদের মধ্যে হাতাহাতি জেরে পরিস্থিতি এখন উত্তপ্ত। গালওয়ান উপত্যকায় চিনা সেনার অতর্কিত আক্রমণের ফলে টহলরত ভারতীয় সেনার কর্নেল সহ ২০ জন জওয়ান শহীদ হন। পাল্টা প্রত্যাঘাতে নিকেশ ৪৩ চীনা জওয়ান। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বুধবার সকাল থেকে শ্রীনগর - লেহ জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি করনাহ, কুপওয়ারা, কার্গিল, করনাহতে সেনা ঘাঁটিগুলিতে চরম সর্তকতা জারি করা হয়েছে। এদিন শ্রীনগর - লেহ জাতীয় সড়কের গগনগির চেকপোস্ট থেকেই যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি সেখানে সংবাদমাধ্যমের যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মূল নিয়ন্ত্রণ রেখা লাগোয়া এলাকাগুলিতে সেনা সমাবেশ জোরদার করা হয়েছে। লাদাখ অঞ্চলে সেনাবাহিনীকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে সেনাবাহিনীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার রাতের ঘটনার পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনার চরম পর্যায়ে উঠে গিয়েছে। কুড়িজন জওয়ানের মৃত্যু নিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

আশঙ্কা সত্যি করে করোনায় আক্রান্ত দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি. স.): নেগেটিভ এরপর পজিটিভ এল রিপোর্ট।করোনাভাইরাসে সংক্রমিত দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। শরীরে তীব্র জ্বর নিয়ে হাসপতালে চিকিৎসাধীন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। ইতিমধ্যেই তার একবার করোনা পরীক্ষা হয়েছে। প্রথম পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসে।কিন্তু কোনও রকমের ঝুঁকি না নিয়ে বুধবার ফের তার লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।পরীক্ষায় দেখা যায় করোনা আক্রান্ত বছর ৫৫ সত্যেন্দ্র জৈন।দিল্লিতে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য রবিবার এবং সোমবার একাধিক দফায় বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে তিনি পরীক্ষা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেন। মঙ্গলবার ভোরে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন বছর ৫৫ দিল্লির স্বাস্থ্য মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। ওদিন তার লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। বুধবার ফের তার লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়। পরে দেখা যায় তিনি করোনায় আক্রান্ত। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন তার শরীরে জ্বর রয়েছে।দেওয়া হয়েছে অক্সিজেন।

চীনা সীমান্তে উত্তেজনা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক প্রধানমন্ত্রীর

প্রত্যাঘাতে জেরে ধূর্ত চীনা সেনা ৪৩ জন জওয়ান নিকেশ হয়েছে।ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে টহলরত অবস্থায় ভারতীয় জওয়ানদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায় চিনা সেনার প্রায় ৫০০ জওয়ান। সেই সময় ওই টহলরত দলে ছিল মাত্র ৪০ থেকে ৫০ জন ভারতীয় জওয়ান। শুরু দুই তরফের তুমুল হাতাহাতি। পরে ভারতের তরফ থেকে বাড়তি সেনা গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অভিযোগ সিমেন্টের এবং লোহার রড দিয়ে ভারতীয় জওয়ানদের আঘাত করে চিনারা। বর্তমানে সীমান্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত। এমন সময় সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দিলেন প্রধানন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আগামী ১৯ জুন, শুক্রবার বিকেল ৫ টায় এই বৈঠক হবে। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সভাপতি ও সভানেত্রীরা। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠক হবে বলে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব লাদাখের সীমান্তে চীন সেনার গতিবিধি নিয়ে কেন্দ্রের তরফ থেকে বারবার জানতে চেয়েছিল কংগ্রেস। অবশেষে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে মুখ খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্র।

রিপুন হটাও, অসম কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছেন সাংসদ প্রদ্যুৎ

গুয়াহাটি, ১৭ জুন (হি.স.) : রাজনৈতিকভাবে গোটা দেশে তো বটেই, উত্তর-পূর্ব ভারতেও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস দল কার্যত বৌদ্ধিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে গোটা দেশেই। ব্যতিক্রম নয় অসমও। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে বসেও রাজ্যে কংগ্রেস দলকে চাঙ্গা করতে পারেননি রিপুন বরা। ফলে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটকে নজরে রেখে অসম প্রদেশ কংগ্রেসে ব্যাপক রদবদল আনতে চাইছে দলের হাইকমান্ড। ফলে আগামী দিনে প্রদেশ সভাপতি পদে বিদায় আসন্ন রিপুন বরার। ধারণা করা হচ্ছে এমনই।

গুয়াহাটিতে রাজীব ভবনের এক বিশেষ সূত্রের দাবি, এবার সভাপতি পদে এন্টি নিতে চলেছেন সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। এমন চর্চাই চলছে কংগ্রেসের অন্দর মহলে।

আসন্ন ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে ভালো ফলের আশায় প্রদ্যুৎ বরদলৈকে প্রদেশ সভাপতি পদে বসানোর জন্য দলের একটি লবি তৎপর হয়ে উঠেছে। মূলত অসমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের কথাই শেষ কথা। গগৈর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ও গুডবুকে বিদ্যমান প্রদ্যুৎ বরদলৈকে সভাপতি করার জন্য চাপ দিচ্ছেন অনেক নেতাই।

এ দিকে কংগ্রেস দলের আরেক অংশ চাইছে রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়াকে সভাপতির আসনে বসাতে। দৌড়ে আছেন ভূপেন বরাও। কিন্তু সব মিলিয়ে স্বস্তিতে প্রদ্যুৎ বরদলৈ। কার্যত ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে অসমে সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পরই দেখা যায় ক্রমশ রাজ্য রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে চাঙ্গা হওয়ার আগে দেখা যায় ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে কুপোকাৎ হয়েছে কংগ্রেস। অসম তো বটেই, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে দলের অসম প্রদেশের দায়িত্ব এবার যোগ্য কাউকে দিতে চাইছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, এক্ষেত্রে মাইলেজ পেতে পারেন প্রদ্যুৎ বরদলৈ। কেননা তিনি গগৈর লোক, মনে করা হচ্ছে এমনটাও।

করোনাজনিত লকডাউনের ফলে আর্থিক সংকটে অসমের মৃৎশিল্পীরা

গুয়াহাটি, ১৭ জুন (হি.স.) : গোটা দেশে ক্রমশই বাড়ছে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা। বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। করোনা ভাইরাস হামলা করছে অসমেও। তাই রাজ্যে মারণ সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় তার জন্য টানা লকডাউন জারি রাখে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য। পরবর্তীতে আনলক-১ ঘোষণা করা হলেও গুয়াহাটি মহানগরে বাড়ছে কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা। ইতিমধ্যে অসমে কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা ৮০। ফলে বাড়ছে আতঙ্কও।

করোনা সংক্রমণের জন্য পুজোপার্বণও বন্ধ। ফলে আর্থিক অনটনে পড়েছেন রাজ্যের মৃৎশিল্পীরা। শারদোৎসবে দেবী দুর্গা মণ্ডপে যাদের তৈরি চোখ জুড়ানো প্রতিমা থাকে সেই সকল মৃৎশিল্পীরা বর্তমানে করোনা সংক্রমণের জন্য কর্মহীন, ফলে পড়েছেন আর্থিক কষ্টে। রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ মৃৎশিল্পী রয়েছেন। এর মধ্যে গুয়াহাটিতে এক হাজারের বেশি। এই সব মৃৎশিল্পীদের অবস্থা বর্তমানে খুবই শোচনীয়। মৃৎশিল্পীদের একমাত্র সংগঠন ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি রুদ্রপাল সমিতির কর্মকর্তারা তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার বিষয় নিয়ে রাজ্যের শিক্ষা তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অবগত করেছেন। সম্প্রতি পত্র মারফত তাঁরা আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে সমিতির পদাধিকারীরা জানিয়েছেন।

বর্তমানে দেশে চলছে পঞ্চম পর্যায়ের লকডাউন তথা আনলক-১। এমতাবস্থায় পরিবার প্রতিপালন করতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত পুরুষ কিংবা মহিলারা।

বিগত ২৪ মার্চ থেকে করোনা সংক্রমণের জন্য দেশে লকডাউন চলার ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী মৃৎশিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সমস্ত মানুষের ঘরে চলছে অচলাবস্থা। এঁদের বেশিরভাগই মাটির মূর্তি, মটির বাসন, খেলা ও ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরি করেন। এ সব বিক্রি করে পরিবার প্রাতিপালন করেন। কিন্তু বর্তমানে করোনা সংক্রমণের জন্য সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ, বাজার নেই। ফলে বেকার হয়ে পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। অনেককে তো অনাহারে দিন কাটছে

শহীদ জাওয়ানদের বীরত্বকে কুর্নিশ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি. স.): গালওয়ানে চীনা হামলায় শহিদ জওয়ানদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। বুধবার বিকেলে নিজের টুইট বার্তায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ লিখেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরম্পরাকে বজায় রেখে লাদাখের গালওয়ানে সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছে জওয়ানরা। জাতির স্মৃতিতে তাদের বীরত্বের গাথা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হিসেবে আমাদের সেনা জওয়ানদের অসাধারণ বীরত্ব এবং আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানাই। দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে তারা নিজেদের জীবনের সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫ জুন, সোমবার রাতে পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে টহলরত ভারতীয় সেনা জওয়ানদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় ধূর্ত লালফৌজ। লোহার রড এবং সিমেন্টের রড দিয়ে হামলা চালায় তারা। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত। শুরু হয় দুই তরফের জওয়ানদের মধ্যে তুমুল হাতাহাতি। শহীদ হন ভারতের এক কর্নেল সহ কুড়ি জন জওয়ান। প্রাণ হারায় ৪৩ জন চীনা ফৌজ। এরপরে দুই তরফের উত্তেজনার পারদ চরমে ওঠে।. বুধবার কয়েক দফায় তিন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত। চীনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে বৈঠক করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। গালওয়ান কান্ডের ফলে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হতে পারে সেই বিষয়ে চিনা বিদেশমন্ত্রীকে সতর্ক করেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে দেশের অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনো রকমের আপস করা হবে না।যেই সকল জওয়ানরা পূর্ব লাদাখের শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সেই সকল জওয়ানরা চীনের

ছয়ের পাতায়

দেশের সীমান্ত ও সম্মান রক্ষাকারীদের কুর্নিশ বলিউডের

মুম্বই, ১৭ জুন (হি. স): পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ধূর্ত চিনা সেনার অতর্কিত হামলায় শহীদ হয়েছেন কর্নেল সহ ২০ জন ভারতীয় সেনা জওয়ান। এই সকল বীরের আত্মত্যাগের গর্বিত এবং একই সঙ্গে শোকস্তব্ধ বলিউডের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা।টুইট করে এই শহীদ স্মরণ করলেন বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান, অজয় দেবগণ, অনুষ্কা শর্মা, সঞ্জয় দত্ত ফারহান আখতার, মাধুরী দীক্ষিত। নিজের টুইট বার্তায় অনুষ্কা শর্মা লিখেছেন, একজন সেনা জওয়ানের মেয়ে হিসেবে জানি সৈনিকের মৃত্যু কতটা দুঃখজনক এবং ব্যক্তিগত। তাদের ও পরিবারবর্গের আত্মত্যাগ কোনও দিন ভোলা হবে না।এই সকল পরিবার যেন এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য শক্তি পায় সেই প্রার্থনাই করি। জয় জওয়ান। বরুণ ধাওয়ান নিজের টুইট বার্তায় জানিয়েছেন যে সেনা জওয়ানদের আত্মত্যাগের খবর পেয়ে তিনি মর্মাহত। দেশবাসী তাদের কাছে চির ঋণী হয়ে থাকবে। সিদ্ধার্থ মালহোত্র নিজের টুইটে লিখেছেন, সীমান্তে যে সকল জওয়ান শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মত্যাগকে কোনদিন ভোলা হবে না। দেশবাসী চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত নিজের টুইটারে লিখেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং শহীদদের প্রতি কুর্নিশ রইল। দেশের জন্য তারা জীবনের চরম আত্মত্যাগ করে গিয়েছেন। তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। বলিউডের সিংহম হিসেবে পরিচিত অজয় দেবগণ একটু টুইটারে নিজের শোক বার্তায় লিখেছেন, ভারতের সীমান্ত ও সম্মান রক্ষা করার জন্য যে সকল জওয়ান নিজের চরম আত্মত্যাগ করেছেন তাদের কুর্নিশ জানাই। জয় জওয়ান।জয় ভারত। ফারহানা আখতার টুইটারে লিখেছেন, আত্মত্যাগ এবং চরম জীবনের বলিদান দিয়ে দেশের সীমান্তকে রক্ষা করে চলা জওয়ানদের কুর্নিশ জানাই। বলিউডের মুন্না ভাই সঞ্জয় দত্ত টুইটারে লিখেছেন, গালওয়ান উপত্যকায় যেসকল জওয়ান শহীদ হয়েছেন তাদের কুর্নিশ জানাই।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫ জুন, সোমবার রাতে গালওয়ান উপত্যকায় টহলরত ভারতীয় সেনা জওয়ানদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় চীনারা। তাদের হামলায় শহীদ হন ২০ ভারতীয় জওয়ান। পাল্টা প্রত্যাঘাত নিকেশ ৪৩ চিনা সেনা জওয়ান।

সর্বভায়তীয় সমীক্ষায় ১০০-র নীচে! মেধার দৈন্যতায় ভুগছে শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয় : আকসা

শিলচর (অসম), ১৭ জুন (হি.স.) : মেধার দৈন্যতায় ভুগছে শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)। বুধবার শিলচরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমন মন্তব্য করেছে ছাত্র সংগঠন আকসা। সারা কাছাড়-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক রূপম নন্দি পুরকায়স্থ সহ সংগঠনের সদস্যরা আসাম বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় সমীক্ষার নিরিখে ছিটকে যাওয়ায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন।

ন্যাক-এর অ্যাক্রিডিয়েশনের নিরিখে ১০০-র নীচে নেমেছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মান। বরাক উপত্যকার মেধার দৈন্যতা স্পষ্ট হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মানের অবনমনে, প্রশ্ন তুলেছেন আকসা-র পদাধিকারীরা।

কেন এই দৈন্যতা? এর কারণও সবিস্তারে তুলে ধরেছেন রূপম নন্দি। আক্ষেপ করে তিনি বলেন, জাতীয় স্তরের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমি নেটওয়ার্ক ১০০-র নীচে রেখেছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়কে। অবস্থা এতটাই খারাপ যে আজ পর্যন্ত কোনও পেটেন্ট নিতে পারেনি এই বিশ্ববিদ্যালয়। এ থেকেই বোঝা যায় সব কিছু। পড়াশুনো শিঁকেয় উঠেছে এখানে। প্রফেসররা জড়িয়ে পড়েছেন রাজনীতিতে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে কাগজ কলের মতো বন্ধ হয়ে যেতে পারে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়। আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন রূপম নন্দি পুরকায়স্থ।

তিনি জানান, আগামী দিনে এ নিয়ে আন্দোলনে নামবে আকসা। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে স্মারকপত্র দেওয়া হয়েছে উপাচার্যকে। দাবি জানানো হয়েছে, নিবন্ধক পদে আইএএস ক্যাডার নিয়োগের।

দেশের পাঁচ রাজ্যে ৯৬০ আইসোলেশন কামরা মোতায়েন করল রেল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি. স.) : দেশজুড়ে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। এমন পরিস্থিতিতে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল ভারতীয় রেল।করোনায় বিধ্বস্ত পাঁচটি রাজ্যে ৯৬০ টি করোনা কেয়ার সেন্টার (আইসোলেশন কামরা) মোতায়েন করেছে। শুধুমাত্র দিল্লিতেই ৯ টি স্টেশনে ৫০৩ টি আইসোলেশন কামরা রাখা হয়েছে।

বুধবার রেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, গোটা দেশজুড়ে ৯৬০ টি আইসোলেশন কামরা মোতায়েন করা হয়েছে। এরমধ্যে দিল্লিতে ৫০৩, উত্তরপ্রদেশে ৩৭২, তেলেঙ্গানায় ৬০, অন্ধ্রপ্রদেশে ২০, মধ্যপ্রদেশে ৫ টি আইসোলেশন কামরা রাখা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি দিল্লির করোনা পরিস্থিতি নিয়ে গত রবিবার এবং সোমবার একাধিক বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠক শেষে করোনা রোগীদের শুশ্রূষার জন্য রেলের

ছয়ের পাতায়

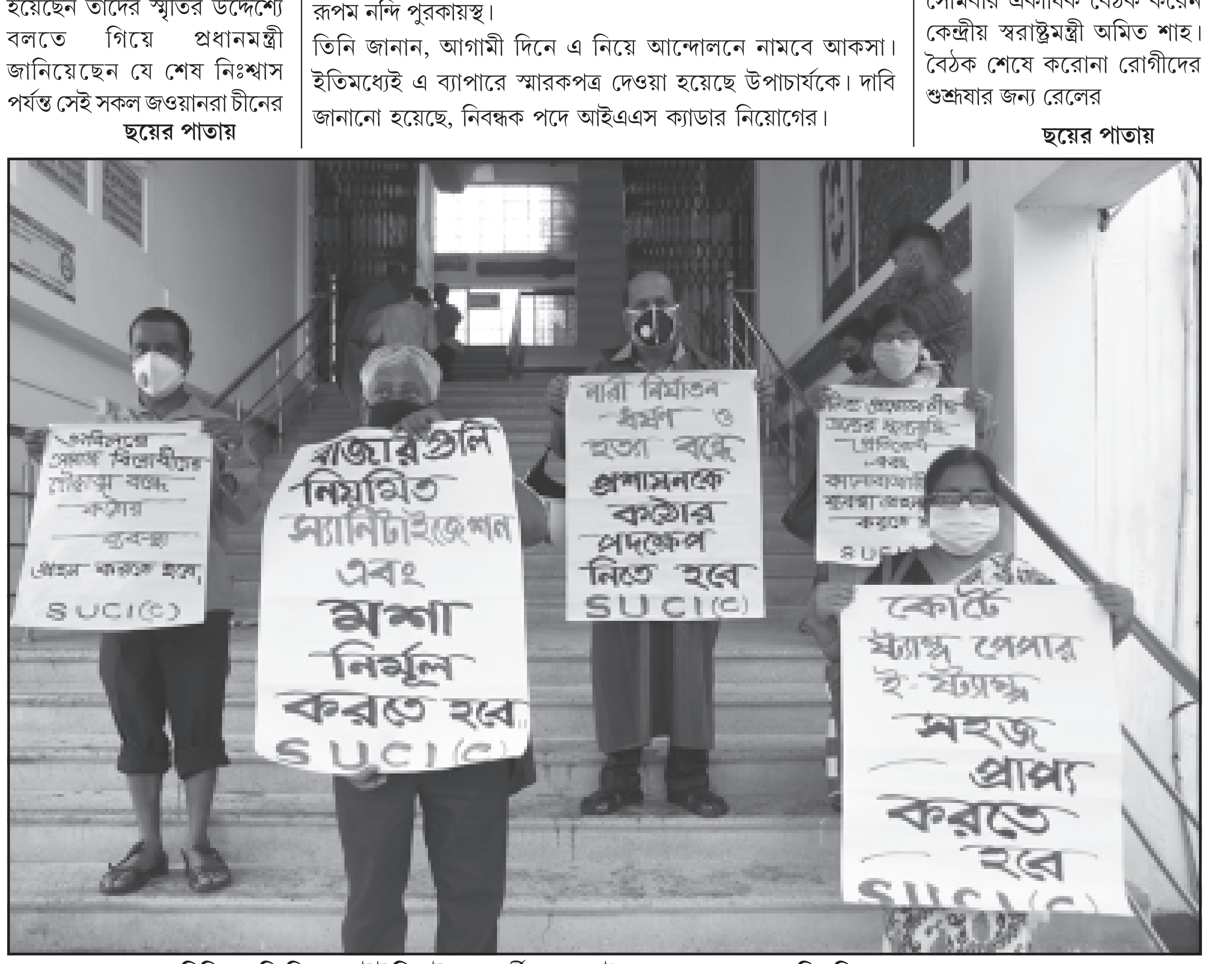

বুধবার আগরতলায় বিভিন্ন দাবি নিয়ে এসইউসিআই এর কর্মীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

লকডাউনে 'প্রকৃতির মেরামত' ঘিরে নতুন শুরুর আশা

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে পর্যটকশূন্য কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের কাছে সম্প্রতি ভেসে বেড়ানো ডলফিনের দুটি দলের একটিতে এই গোলাপি ডলফিনের দেখা মেলে।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে পর্যটকশূন্য কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের কাছে সম্প্রতি ভেসে বেড়ানো ডলফিনের দুটি দলের একটিতে এই গোলাপি ডলফিনের দেখা মেলে।লকডাউনে মানুষের চলাচল সীমিত হওয়ায় কক্সবাজার সৈকতে দেখা মিলছে ডলফিন-বিরল কচ্ছপের, বুড়িগঙ্গার পানি কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে কমেছে দুর্গন্ধ, ঢাকার আরেক নদী তুরাগে উঁকি দিচ্ছে শুশুক; প্রকৃতির এই মেরামত আগামীর প্রত্যাশিত স্বাভাবিক দিনগুলোতেও বজায় রাখার দাবি জানাচ্ছেন পরিবেশকর্মী ও বিশেষজ্ঞরা।তাদের আশা, মানুষের টিকে থাকার প্রয়োজনে নদী-পরিবেশ ও প্রাণিজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করাটাই হয়ে উঠুক এই মহামারীর শিক্ষা।বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের সমন্বয়ক মিহির বিশ্বাস বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "এই পৃথিবীর অধিকার শুধু মানুষের একার নয়, অন্যান্য প্রাণি ও উদ্ভিদেরও অধিকার আছে।"আমরা নদীর আইনি সত্তার জন্য লড়াই করেছি; সেটা স্বীকৃত হয়েছে। প্রকৃতিতে অন্য যে প্রজাতি আছে তাদের অধিকার অক্ষুণ না রাখলে আমরা মানুষ হিসেবে টিকে থাকতে পারব না।"এ বছরের শুরু থেকেই মহামারীর প্রকোপ বাড়তে থাকায় মানুষের চলাচল, যানবাহন আর শিল্পায়ন স্থবির হতে শুরু করে। এই ফাঁকে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি, 'গ্যাস চেম্বার' হিসেবে পরিচিত ভারতের দিল্লিতে বায়ুর গুণগত মানে অল্প থেকে বিস্তর উন্নতি ঘটেছে বলে বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে।

নিউ মার্কেট থেকে নীলক্ষেত ও আজিমপুরের পথ যেন চেনা যায় না। ছবি: সাদ আব্দুল্লাহনিউ মার্কেট থেকে নীলক্ষেত ও আজিমপুরের পথ যেন চেনা যায় না। ছবি: সাদ আব্দুল্লাহবাংলাদেশে গত ২৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া লকডাউন পরিস্থিতি কয়েক দফায় বাড়িয়ে আগামী ৩০ মে পর্যন্ত করা হয়েছে। সারা দেশ অবরুদ্ধ হওয়ার পর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার বাতাসে বিষের মাত্রা কমতে দেখা গেলেও বায়ুমান তখনও 'অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়েই ছিল।

পরিবেশ অধিদপ্তরের বায়ুমান ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক জিয়াউল হক বুধবার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, বাংলাদেশে পুরোপুরি লকডাউন কার্যকর হয়েছে এপ্রিল থেকে। এ সময়টা সারা দেশেই অধিদপ্তরের এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন চালু ছিল।ঢাকার বাতাসে ভাসমান বস্তুকণার (পার্টিকুলেট ম্যাটার বা পিএম) উপস্থিতি কমে আসার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, "লকডাউনের আগে মার্চে ঢাকার বাতাসে পিএম ১০ প্রতি ঘনমিটারে গড়ে ১৬২ মাইক্রোগ্রাম ছিল। এপ্রিলে তা নেমে আসে ১১৭ মাইক্রোগ্রাম। আরও ক্ষুদ্র ধূলিকণা পিএম ২.৫ মার্চে পাওয়া গেছে প্রতি ঘনমিটারে ৬৫ মাইক্রোগ্রাম, এপ্রিলে সেটা কমে আসে ৪৫ মাইক্রোগ্রামে।"বাতাসে পিএম ১০ ও পিএম ২.৫ এর উপস্থিতির ভিত্তিতে বায়ু মানের সূচক (একিউআই) নির্ধারিত হয়। একিউআই শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে সেই এলাকার বাতাসকে ভালো বলা যায়। ৫১-১০০ হলে বাতাসের মান মডারেট বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ধরা হয়।একিউআই ১০১-১৫০ হলে সেই বাতাস স্পর্শকাতর শ্রেণির মানুষের (শিশু, বৃদ্ধ, শ্বাসকষ্টের রোগী) জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং ১৫১-২০০ হলে তা সবার জন্যই অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হয়।নির্মাণ কাজ ও যানবাহন বন্ধ থাকা এপ্রিলে বায়ুমানের উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে জানিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জিয়াউল বলেন, "তবে আমরা জানতে পেরেছি, প্রায় ৭০ শতাংশ ইটভাটায় কাজ চলেছে। আমাদের বায়ুমান আরও ভালো হতো যদি এগুলো বন্ধ থাকত।" বায়ু দূষণ রোধে অধিদপ্তরের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "সার্বিক বায়ু দূষণ কমিয়ে আনায় উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে আমরা একটা নির্দেশনা করেছি। ওটা সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নে নামলে বায়ু দূষণ অনেকটা কমে যাবে। মানে লকডাউনের আগে যে খারাপ অবস্থা ছিল, সেটা আর ফিরে নাও আসতে পারে।" বায়ু দূষণের সাথে নদী দূষণের 'গভীর সম্পর্ক' রয়েছে জানিয়ে নদীকর্মী মিহির বিশ্বাস বলেন, নদীর পানিকে ভালো রাখতে হলে বায়ুর মানও ভালো রাখতে হবে।নদী দূষণ চিত্রে এই সময় কোনো পরিবর্তন দেখা গেছে কি না জানতে চাইলে রাজধানীর পাশ দিয়ে বয়ে চলা বুড়িগঙ্গার উদাহরণ টেনে মিহির বিশ্বাস বলেন, "পানিটা একটু স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে। মাছের আনাগোনা-লাফালাফি দেখা যাচ্ছে। আশপাশের অধিবাসীদের সাথে আমার প্রায়ই কথা হয়, তারা বলছে দুর্গন্ধটা কমেছে।"তবে লকডাউন উঠে গেলে আবার নদীতে আগের মতো ময়লা-আবর্জনা ও কারখানার বর্জ্য ফেলা শুরু হলে এই পরিবর্তন স্থায়ী হবে না বলে সতর্ক করেন তিনি।সম্প্রতি স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে বুড়িগঙ্গা পরিদর্শন করেছেন নদী নিরাপত্তার সামাজিক সংগঠন নোঙরের সভাপতি সুমন শামস। নদীর পানি আগের মতো কুচকুচে কালো না দেখা গেলেও এটাকে বড় পরিবর্তন মনে করছেন না তিনি।পরিবর্তন 'বেশি না কম' তা বুঝতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এই নদীকর্মী বলেন, "এর আগে আমরা কখনও এভাবে একটানা আবদ্ধ থাকিনি, লকডাউনে থাকিনি। এই সময় থেকে শেখার আছেএই যে নদীটা কিছুটা পরিষ্কার হল, এর ওপর ভিত্তি করে একটি সুন্দর পরিকল্পনা করা যেতে পারে।"লকডাউনের এই সময়ে যখন দূষণ কমছে, তা পর্যবেক্ষণ ও তার ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা যায় কি না সে বিষয়ে সরকারের নদী সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।শামস বলেন, "আমরা হাই কোর্টের মাধ্যমে রায় এনেছি, সব নদীর অভিভাবক নদী রক্ষা কমিশন। এই রকম সংকটকালে সরকারকে, নদীকর্মীদের তারা পরামর্শ দেবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা ছিল। আমাদের এ সময় গাইড করবে কে?"এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ আকর্ষণ করলে নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মুজিবর রহমান হাওলাদার বললেন, লকডাউনের কারণে সংস্থার 'অনেক সরেজমিন কাজ' বন্ধ রয়েছে।লকডাউনের এই দুই মাসে নদী দূষণ চিত্রে বড় কোনো পরিবর্তন নেই বলেই মনে করছেন তিনি।এই অভিমতের পেছনে যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, এই মৌসুমে বৃষ্টির কারণে পানিতে বরাবরই দুর্গন্ধ কমে আসে।

নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, "আর এই সময় যেহেতু অপারেশন চলছে না তাই দখলের চিত্র তো সেভাবেই আছে। অবৈধ বালু উত্তোলন কমেছে বলে আমরা মনে করি না। বর্ষা তো চলে আসবে, এই যে বালু উত্তোলনটা করেছে তার বিরূপ প্রভাব (নদী ভাঙ্গনে) পড়তেও পারে। শিল্পায়ন বন্ধ থাকায় তরল বর্জ্য কিছুটা কমেছে। কিন্তু বাসাবাড়ির বর্জ্য তো আগেরই মতই ডাম্পিং হচ্ছে।"সম্প্রতি তুরাগ নদীতে শুশুক দেখা যাওয়ার বিষয়টি কয়েকটি গণমাধ্যমে এসেছে। এসব প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন পর এই নদীতে দেখা মিলেছে শুশুকের।তবে বন্যপ্রাণী গবেষক সীমান্ত দীপু একে 'স্বাভাবিক' ঘটনা হিসেবেই দেখছেন।তিনি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডকমকে বলেন, "এগুলো সব সময়ই ছিল। এমন না যে রাতারাতি দুই-চার মাসের মধ্যে সব কিছু বদলে যাবে।"জনসমাগমহীন সমুদ্রে গোলাপি ডলফিনের তীরের কাছাকাছি এসে জলকেলির ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "আমাদের লকডাউনের ফলে জেলেদের চলাচলটা কমে গিয়েছিল, তাতে করে ডলফিনদের চলাচলের জায়গাটা বেড়ে গিয়েছিল।"

মহামারীর এই সময়েও প্রকৃতির ওপর মানুষের আচরণে তেমন একটা পরিবর্তন দেখছেন না জানিয়ে আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘের (আইইউসিএন) এই গবেষক বলেন, "খারাপ দিকটা হচ্ছে, রিমোট এরিয়াতে যেখানে ব্রিডিং এরিয়ামাছ ধরা বা জাল পাতা নিষেধ, লকডাউনের এই সময় হয়ত আইনি নজরদারি নাই, এই ফাঁকে জেলেরা মাছ ধরার সুযোগ নিচ্ছে।"ঋতুবৈচিত্র্যে এই দুই-তিন মাস খুব গুরুত্ব রাখে জানিয়ে সীমান্ত দীপু বলেন, "এই সময় মাইগ্রেশন পিরিয়ড, এই সময় ব্রিডিং হয় প্রাণিদের। পরের বছর আমরা বুঝতে পারব, এই সময়টা কতটা সাকসেস হয়েছে প্রাণিদের জন্য।""প্রকৃতির ফেরা' নিয়ে অনেকেই যে সম্ভাবনা দেখছেন, তা আসলে সবার অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয় বলে মনে করেন এই বন্যপ্রাণি গবেষক।দেশের মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মতো দেশে এটা সম্ভব না যে কর্তৃপক্ষ জনে জনে গিয়ে সতর্ক করবে। সাধারণ মানুষ যদি দায়িত্ব না নেয়, তাহলে এটা জীববৈচিত্র্যের জন্য খারাপ।"প্রকৃতির প্রতি মানুষের 'আচরণ' নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন বেসরকারি সংগঠন ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন অ্যালায়েন্সের সহপ্রতিষ্ঠাতা শাহরিয়ার রহমান সিজারও।তিনি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "আমরা আসলে প্রকৃতিরই অংশ। ফরেস্ট ওয়াইল্ড লাইফ বিভিন্ন ভাইরাসের একটা রিজার্ভার হিসেবে কাজ করে। ওরা ওদের মতো থাকলে কিন্তু সেটা আমাদের শরীরে আসবে না।"কিন্তু বনে গিয়ে ওদের জায়গা ধ্বংস করে দেই, বন্যপ্রাণি ধরে এনে বাজারে বিক্রি করি, তখন তো স্বাভাবিকভাবেই ওই রোগগুলো চলে আসবে।""মানুষ ঘরে ঢোকার সাথে সাথে' জীববৈচিত্র্য ফিরে আসতে শুরু করেছে, এমন 'সহজ' করে ভাবার কোনো সুযোগ দেখছেন না এই বন্যপ্রাণি গবেষক।অপরাধীরা এটাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে বলে সতর্ক করে তিনি বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, "লাউয়াছড়ায় এখন টুরিস্টদের আনাগোনা নেই। পাশাপাশি সরকারেরও পেট্রোলিং (নজরদারি) নাই এখন। এটা বন্ধ হওয়ার কারণে কিন্তু ওখানে চুরি করে বন্যপ্রাণি ধরা বেড়েছে, শিকারটা বেড়েছে। সেটা কেউ দেখছে না। বাস্তবে আসলে সেটা হচ্ছে।"গত ৮ মে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর হালদা নদীতে ভাসমান অবস্থায় একটি মৃত ডলফিন পাওয়া যায়, সেটিকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়েছিল।সতর্ক করে শাহরিয়ার রহমান সিজার বলেন, "সাগরে মাছ ধরার জালে মা কচ্ছ আটকে যায়। যেহেতু সরীসৃপ, ওরা কিছুক্ষণ পর পর পানির উপর উঠে ওদের নিঃশ্বাস নিতে হয়। জালে যখন আটকে যায় নিঃশ্বাস নিতে না পেরে দম আটকে মারা যায়। এসব কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না।"অন্যদিকে পাথর তোলা, গাছকাটা এখনও চলছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই প্রকৃতির প্রতি সদয় হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সিজার বলেন, "প্রকৃতির উপর অত্যাচার করে আমরা নিজেরা টিকতে পারব না, আমাদের অর্থনীতি যতই শক্তিশালী হোক।"আমরা যেন কিছুটা অত্যাচার কমাই- সেটাই হোক এই মহামারীর শিক্ষা। না হলে কিন্তু এটা মাত্র শুরু, এর থেকেও ভয়াবহ পরিস্থিতি আসতে পারে।"

গলা ব্যথার ঘরোয়া সমাধান

গলা ব্যথায় আরাম পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে নানান প্রাকৃতিক উপাদান।

বর্তমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে গলা ব্যথা আতঙ্কের উপসর্গ। তবে গলা ব্যথার সঙ্গে আমরা বহু আগে থেকেই পরিচিত। আর গলা ব্যথা হলেই যে আপনি 'কোভিড-১৯'য়ে আক্রান্ত এমনটা নয়।

গলা ব্যথার সঙ্গে শুকনো কাশি থাকলে বুঝতে হবে আপনি কোনো ভাইরাসের সংক্রমণের শিকার হয়েছেন, যা সময় মতো ব্যবস্থা না নিলে সমস্যা বড় হতে পারে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো গলা ব্যথার ঘরোয়া প্রতিকার সম্পর্কে কিছু পরামর্শ।

আদা-মধুর পট্টি

মসলাজাতীয় শেকড় হল আদা যা সব ঘরেই থাকে এবং গলা ব্যথা সারাতে অতন্ত কার্যকর। অপরদিকে মধু হল গলায় আরামদায়ক অনুভূতি সৃষ্টিকারী প্রদাহনাশক উপাদান যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকেও শক্তিশালী করে।

দুটির মিশ্রণ কাজ করে 'এক্সপেক্টোরান্ট' হিসেবে অর্থাৎ শ্বাসতন্ত্রে লালা নিঃসরণ বাড়ায়। এছাড়াও এটি 'সাইনাস' খুলে দেয়, 'মিউকাস' বা শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে এবং গলা থেকে অস্বস্তি সৃষ্টিকারী উপাদান পরিষ্কার করে।

এই পট্টি বানানোর জন্য প্রয়োজন হবে আদা, মধু, জলপাইয়ের তেল, আটা/ময়দা, টিস্যু, গজ ও টেপ। প্রথমেই আটা বা ময়দার সঙ্গে মধু মিশিয়ে নিতে হবে। তাতে যোগ করতে হবে বাটা কিংবা 'গ্রেট' করা আদা এবং দুই থেকে তিন ফেঁটা জলপাই তেল। এবার মিশ্রণটি অল্প করে টিস্যুতে মাখিয়ে তা বুকে লাগিয়ে রাখতে হবে টেপের সাহায্যে।

রাতে ঘুমাতে যাওয়া আগে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা ভালো। 'অ্যালার্জি'র ভয় থাকলে 'প্যাচ টেস্ট' করে নিতে হবে।লবণ পানিতে গার্গল গলা থেকে জীবাণু দূর করার এই পদ্ধতির সঙ্গে সবাই কমবেশি পরিচিত, আর তা বেশ কার্যকরও বটে। তবে এর সুফল পেতে হলে টানা তিন থেকে চার দিন গার্গল করতে হবে। যদিও এই পদ্ধতিতে রোগজীবাণু বিশেষ করে করোনাভাইরাস ধ্বংস হয় কি-না তার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে অস্বস্তি যে দূর করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শরীরের আর্দতা বজায় রাখতেও লবণ পানি দিয়ে গার্গল করার উপকারিতা আছে। এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা টেবিল-চামচ লবণ গুলে নিলেই আপনার কাজ শেষ। এখন শুধু গার্গল করতে হবে। তবে পানি গিলে ফেলা যাবে না। দিনে দুই থেকে তিনবার গার্গল করতে হবে। সুফল পেতে নুন্যতম তিন দিন করে যেতে হবে। যষ্টিমধু

আয়ুর্বেদিক গুণসমৃদ্ধ যষ্টিমধু সরাসরি খাওয়া যায়, যোগ করা যায় চায়ের সঙ্গে। গলা ব্যথার সঙ্গে আসা চুলকানি বা অস্বস্তি দূর করতেও এটি অনন্য। মূলত এতে থাকে ভাইরাসনাশক উপাদান যা আক্রমণ করে শরীরে রোগ সৃষ্টিকারী 'প্যাথোজেন'গুলোকে।পাশাপাশি এটি তৈরি করে উপকারী 'মিউকাস' যা গলার ব্যথা কমায় এবং নরম করে। এতে আরও থাকে 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট', যা 'ফ্রি র‍্যাডিকেল' বা মুক্ত মৌলের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। অ্যাপল সাইডার ভিনিগার

'অ্যালকালাইন' সমৃদ্ধ অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের আছে প্রদাহনাশক গুণ। সর্দিকাশি সারাতে ব্যবহৃত কিছু ভেষজ ওষুধের প্রধান উপকরণ এই ভিনিগার। গলা ব্যথার জন্য অ্যাপল সাইডার ভিনিগার বিশেষ উপকারী। কারণে এতে থাকা অ্যাসিড সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য দায়ি ব্যক্টেরিয়া ধ্বংস করে। এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে এক টেবিল-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে পান করলেই উপকার পাওয়া যায়। স্বাদ সহ্য না হলে সঙ্গে মধু যোগ করতে পারেন। নারিকেল তেলে অয়েল পুলিং

নারিকেল তেল মুখে নিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট কুলি করাই হল 'অয়েল পুলিং'। নারিকেল তেল মুখের ভেতর থেকে বিষাক্ত উপাদান ও জীবাণু ধুয়ে ফেলে। সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী হয়। এর নেই কোনো পার্শ-প্রতিক্রিয়া এবং নারিকেল তেল গলার জন্যও অনেক মসৃণ। 'অয়েল পুলিং'য়ের জন্য নিতে হবে দুই টেবিল-চামচ ভালোমানের নারিকেল তেল। পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে প্রতিদিন।সতর্কতা

ঘরোয়া প্রতিকার কখনই চিকিৎসকের পরামর্শের বিকল্প হতে পারে না। আর এই প্রচলিত পদ্ধতিগুলো শতভাগ কার্যকর হওয়ারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই একে চিকিৎসা হিসেবে গন্য না করে বরং গলা ব্যথার সমস্যায় আরাম পাওয়ার পন্থা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আর চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পাশাপাশি নিতে মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি।

চোখের যত্ন নেওয়ার সহজ কিছু উপায়

অধিকাংশ সময় মোবাইল, টিভি দেখার কারণে চোখে চাপ পড়বেই। রয়েছে সহজ সমাধান।মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের পানে চেয়ে থাকা ইতোমধ্যেই ছিল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক চিত্র। চোখের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে একে অপরকে সাবধান করতেন প্রায় সকলেই। এরমাঝে এল করোনাভাইরাস। শুরু হল লকডাউন।আর এখন যতক্ষণ একটা মানুষ জেগে থাকে, তার প্রায় সবটুকু সময়ই চোখ থাকে কোনো না কোনো 'ডিভাইস'য়ের পর্দায়।গেইম খেলা, ভিডিও দেখা, অফিসের কাজ, অনলাইন মিটিং, আত্নীয়দের সঙ্গে আলাপ সবই এখন মোবাইল কিংবা কম্পিউটারে হয়। সব মিলিয়ে চোখের ওপর দিয়ে প্রতিদিন যাচ্ছে উপর্যুপরি ধকল। আবার সেগুলো বাদ দিলে সময় কাটানোই যেন মুশকিল।এমন পরিস্থিতিতে চোখের ওপর কীভাবে চাপ কমানো যায়, তার একটু যত্ন নেওয়া যায়?এই বিষয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের টাইটান আই কেয়ার'য়ের 'অপ্টোমেট্রি অ্যান্ড ট্রেইনিং' বিভাগের প্রধান রামেশ পিল্লাই বলেন, "হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক পর্দায় তাকিয়ে থাকার মাত্রা বেড়ে গেলে চোখে শুষ্কতা ও খচখচেভাব দেখা দেয়, দৃষ্টি ঘোলাটে হয়, থাকতে পারে মাথাব্যথা। সেই সঙ্গে ব্যথা হতে পারে ঘাড়, পিঠ ও কাঁধে। এই সমস্যাকে 'কম্পিউটার ভিশন সিন্ড্রোম' বা 'ডিজিটাল আই স্ট্রেইন'ও বলা হয়। যা পরে বিভিন্ন বড় সমস্যা ডেকে আনে।"

বিরতি জরুরি: একটানা লম্বা সময় বৈদ্যুতিক পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকালে চোখের ওপর চাপ পড়ে এবং তা শুকিয়ে যায়। তাই প্রতি বিশ মিনিট পর ২০ ফিট দূরে কোনো কিছুর দিকে ২০ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। এই নিয়মটি ২০-২০-২০ নামেও পরিচিত। এতে চোখ বিশ্রাম পাবে, ধকল কমবে।

পলক ফেলা: বৈদ্যুতিক পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের পলক ফেলার মাত্রা কমে যায়। আর একারণেই মূলত চোখ শুষ্ক হয়ে যায়। পলক ফেলার মাধ্যমে চোখ আর্দতা পায়, শুষ্কতা ও জ্বালাপোড়া কমে। তাই পলক ফেলার পরিমাণ বাড়ান নিজ চেষ্টায়।

ফন্ট বাড়ানো: মোবাইল বা কম্পিউটারে কোনো কিছু পড়ার সময় সেগুলোর 'ফন্ট' বাড়িয়ে লেখা বড় করে নিতে হবে। এতে ডিভাইসটি চোখের কাছে আনতে হবে না কিংবা ভালোভাবে দেখার জন্য চোখ কুঁচকে তাকাতে হবে না। এতে চোখের ওপর ধকল যেমন কমবে তেমনি ডিভাইস থেকে দূরে থাকার কারণে ক্ষতির মাত্রাও কমবে।চোখে সহায়ক পর্দা: বৈদ্যুতিক পর্দার 'ব্রাইটনেস', 'রেজোল্যুশন', 'কনট্রাস্ট' এগুলোর মাত্রা পরিবর্তন করে তা চোখের জন্য সহায়ক করতে জানতে হবে। কড়া রোদে বৈদ্যুতিক পর্দা ব্যবহার থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিদিন একবার হলেও ডিভাইসের স্ক্রিন পরিষ্কার করতে হবে, যাতে দেখা সহজ হয়।

ডিভাইস পরীক্ষা: মনিটরের 'সেটিংস' পরিবর্তন করে কীভাবে উজ্জ্বলতা কমানো যায় সেদিকে মনযোগ দিতে হবে। মনিটরের উচ্চতা হওয়া উচিত চোখের সমান্তরালে। এতেও চোখের ওপর চাপ কমে।

পর্দা থেকে দূরত্ব রাখা: মোবাইল ব্যবহারের সময় তা চোখের খুব কাছে থাকে। এতে চোখের যেমন ক্ষতি হয় বেশি তেমনি মোবাইলের দিকে ঝুঁকে থাকার কারণে ঘাড়েও ব্যথা হয়। তাই দূর থেকে মোবাইলের পর্দা দেখার অভ্যাস করতে হবে। ঘাড় বাঁকা না করে মোবাইল চোখের সমান্তরালে তুলে ধরার অভ্যাস করতে হবে। আর মোবাইলের 'ব্রাইটনেস' যেন চোখের জন্য সহনীয় হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

প্রতিফলন কমানো: মনিটর জানালা থেকে দূরে থাকা উচিত। জানালার দিকে মুখোমুখি বসে কম্পিউটার চালানো থেকেও বিরত থাকতে হবে। চোখে সমস্যা থাকুক আর না থাকুক 'অ্যান্টি-রিফ্লেকশন' কিংবা 'ব্লু কোটিং' দেওয়া চশমা ব্যবহার করতে হবে কম্পিউটার চালানোর সময়। সকল 'এলইডি ডিভাইস' থেকে চোখের জন্য ক্ষতিকর নীল আলো নিঃসরিত হয় যার সংস্পর্শে আসার মাত্রা অতিরিক্ত হলে বড় ক্ষতি হতে পারে।

চোখের জন্য উপকারী খাবার: 'ডিজিটাল আই স্ট্রেইন' কমানো জন্য ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ খাবার থাকতে হবে খাদ্যাভ্যাসে। রাতে সময় মতো ঘুমাতে হবে এবং আট ঘণ্টা নির্ভেজাল ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। পত্রল শাকসবজি, গাজর, পেঁপে, খেজুর ইত্যাদি ভিটামিন এ'র উৎকৃষ্ট উৎস যা চোখের সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি।চোখের আর্দতা: 'ওমেগা থ্রি অয়েল' চোখ পিচ্ছিল রাখে, আর্দতা যোগায়। 'ফ্লাক্সসিড অয়েল', 'স্যামন' ও 'সার্ডিনস' মাছ ওমেগা থ্রি অয়েল'য়ের আদর্শ উৎস।

বুধবার উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯:বাংলাদেশে এক দিনে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে, নতুন আক্রান্ত সর্বোচ্চ ৪,০০৮ জন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৭।।বাংলাদেশে একদিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা কমেছে। তবে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৩ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকালের চেয়ে আজ ১০ জন কম মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল রেকর্ড সংখ্যক ৫৩ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই পর্যন্ত এ ভাইরাসে দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৩০৫ জন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গতকালের চেয়ে আজ দশমিক ০১ শতাংশ কম।

বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় সর্বাধিক ১৭ হাজার ৫২৭ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৪ হাজার ৮ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এটি একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড। গতকালের চেয়ে আজ ১৪৬ জন বেশি শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল শনাক্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৮৬২ জন। বাংলাদেশে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৯৮ হাজার ছাড়িয়েছে। বর্তমানে দেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত ৯৮ হাজার ৪৮৯ জন রোগী রয়েছেন। তিনি জানান, নমুনা পরীক্ষায় আজ শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৮৭ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২২ দশমিক ৪৪ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের হার দশমিক ৪৩ শতাংশ বেশি।

এদিকে,করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯২৫ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩৮ হাজার ১৮৯ জন। নাসিমা সুলতানা জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৩৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ৩৯ শতাংশ বেশি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় সর্বাধিক ১৮ হাজার ৯২২টি নামুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৮ হাজার ৪০৩টি নমুনা। গতকালের চেয়ে আজ ৫১৯টি নমুনা বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৬১টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সর্বাধিক ১৭ হাজার ৫২৭টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৭ হাজার ২১৪টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ৩১৩টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে মোট ৫ লাখ ৫১ হাজার ২৪৪টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

তিনি বলেন, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ২৮ জন পুরুষ ও ১৫ জন নারী। বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৪ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৪ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের ১ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ১ জন, শূন্য থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১ জন। এদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন, ময়মনসিংহে ২ জন এবং রংপুর বিভাগে ১ জন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ২৭ জন এবং বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন ১৫ জন। আর হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন ১ জন।

অধ্যাপক নাসিমা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ৭১৮ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১০ হাজার ৭৫২ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ২৬৮ জন, এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ৬ হাজার ৪৪৫ জন। দেশে মোট আইসোলেশন শয্যা রয়েছে ১৩ হাজার ২৮৪টি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৭ হাজার ২৫০টি এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ৬ হাজার ৩৪টি শয্যা রয়েছে। সারাদেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ৩৯৯টি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট রয়েছে ১১২ টি।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারিন্টিন মিলে কোয়ারিন্টিন করা হয়েছে ৩ হাজার ৪১ জনকে। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ২৯ হাজার ৮২০ জনকে কোয়ারিন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারিন্টিন থেকে গত ২৪ ঘন্টায় ছাড় পেয়েছেন ৩ হাজার ৯৭ জন, এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন ২ লাখ ৬৭ হাজার ৩৩০ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারিন্টিনে আছেন ৬২ হাজার ৪৯০ জন। দেশের ৬৪ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারিন্টিনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) গত ২৪ ঘন্টায় সংগ্রহ হয়েছে ৩৯ হাজার ১৪৩টি। বিতরণ হয়েছে ১৬ হাজার ৩শ'টি। এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ২৪ হাজার ২৮৫টি। এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২৩ লাখ ৩৪ হাজার ৫শ'টি। বর্তমানে ১ লাখ ৯০ হাজার ২৮০টি পিপিই মজুদ রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৮৯ হাজার ১৭০টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ১৬ লাখ ৫৯ হাজার ৮৬৯টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৩৬২ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিয়ার'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ৯৯০ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ২০ হাজার ৮৯৬ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৬ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ২৮১ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লাখ ৮৬ হাজার ৬৭৩ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৪৮২ জন এবং এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৪০৯ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৬ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ১৮ হাজার ৫০২ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৭৯ লাখ ৪১ হাজার ৫৯১ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩ হাজার ২৫৫ জন এবং এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৩৬ হাজার ৪৯৬ জন বলে তিনি জানান।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

বিএনপি সরকারের অন্ধ সমালোচনা করে যাচ্ছে বাংলাদেশের সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৭।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, করোনা সংকটের শুরু থেকে বিএনপি ভুল ধরিয়ে দেওয়ার নামে সরকারের অন্ধ সমালোচনা আর নেতিবাচক বক্তব্যের চর্বিত চর্বন করে যাচ্ছে। বুধবার তাঁর সংসদ এলাকাস্থ সরকারি বাসভবনে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আয়োজিত আনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'করোনা কালিন সময়ে বিএনপি নেতারা দেশ ও জাতির পাশে না দাঁড়িয়ে মিথ্যাচার,গুজব ছড়ানোকেই পবিত্র দায়িত্ব মনে করছে। তাদের এ মিথ্যাচার ফ্রন্ট লাইনে কর্মরত যোদ্ধাদের মনোবল নষ্ট করার অপপ্রয়াস।'

করোনার মতো বৈশ্বিক এ মহামারি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগগুলো বিএনপির চোখে পড়ে না মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, করোনার মতো বৈশ্বিক এ মহামারি মোকাবিলায় শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগগুলো বিএনপির চোখে পড়ে না। তাদের বলবো ধুলোজমা মরচে ধরা চশমা সরিয়ে এ সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবং সরকারের কার্যক্রমে সহযোগিতা করুন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি করোনা সংক্রমণ এবং বিস্তার এখন উচ্চমাত্রায় পৌঁছে গেছে। প্রতিদিনই সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও দক্ষিণ এশিয়া ও আমেরিকায় নতুন করে সংক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করে সর্তক করেছেন। তিনি বলেন, চীনে নতুন করে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। এ বাস্তবতায় নিজের বিবেক নিজের পাহারাদার না হলে এ উদাসীনতা থেকে আমাদের কে মুক্ত করবে?

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, এখনো ভিড়ের জটলা বাজারে, কর্মস্থলে, অনেকে মাস্ক পরেন না সংক্রমণ গোপন করে চলাফেরা করছেন। এ শৈথিল্যের ভাব, অবহেলা সর্বগ্রাসী করোনার কাছে নিজেকে এবং আমাদের আশপাশের সবাইকে নিয়ে আত্মসমর্পণের শামিল। ওবায়দুল কাদের বলেন, সরকার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একদিকে জীবন অন্য দিকে কর্ম। একদিকে জননিরাপত্তা অপর দিকে অর্থনীতির ভারসাম্য, একদিকে বেঁচে থাকার জন্য পরিকল্পনা, অপর দিকে দেশ বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা।

সেতুমন্ত্রী বলেন, করোনা সংক্রমণ রোধে প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা, আমরা সকলের সহযোগিতা পাচ্ছিও। কিন্তু কিছু কিছু মতলবি মহল অবহেলা করছে, অসযোগিতা করছে এবং অন্ধকারের পথ বেছে নিচ্ছে। নতুন করে সংক্রমিত এলাকায় ম্যাপিং এর মাধ্যমে রেড, ইয়েলো এবং গ্রিন জোন করতে যাচ্ছে। সঠিক সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করবে কার্যকর ফল।

আর অবহেলার সময় নেই। সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংক্রমণ রোধে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। রাজধানী থেকে তৃণমূল পর্যন্ত গড়ে তুলতে হবে কার্যকর সমন্বয়। গড়ে তুলতে হবে সুরক্ষার দূরভেদ্য প্রাচীর। তিনি বলেন, সরকার জোন ভিত্তিক লকডাউন কার্যকর করার পাশাপাশি চিকিৎসা সরঞ্জাম বৃদ্ধি, টেস্টিং সেন্টারের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে এবং সবধরনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে।

নমুনা পরীক্ষা নিয়ে একটি অসাধু চক্র সক্রিয় হয়েছে, তাদের এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে শুরুতেই কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, অসাধু চক্র করোনা সংক্রমিত মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাই এই সকল চক্রান্তকারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান স্পষ্ট। অনিয়মকারীদের দলীয় পরিচয় যাই হোক না কেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কোনো প্রশ্রয় নেই। ত্রাণ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে যেমনি কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তেমনি চিকিৎসা সরঞ্জাম অনিয়মের বিরুদ্ধেও সরকার শূন্য সহিষ্ণুতা বজায় রাখবে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় নির্দেশনা দিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৭।। বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং মহামারি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে এ পর্যন্ত গৃহীত ব্যবস্থা, চিকিৎসাসামগ্রী সংগ্রহ পরিকল্পনা এবং আগামী দিনেও কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গৃহীত উদ্যোগ পর্যালোচনা করেন।'শেখ হাসিনা কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন' বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব ইহসানুল করিম।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড় আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ এবং কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের পরিচালক আবু হেনা মোরশেদ জামান উপস্থিত ছিলেন। গত ৩০ মে প্রধানমন্ত্রী দেশে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গঠিত জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সাথে বৈঠকে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন আরও বড় পরিসরে সম্পৃক্ত করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এর আগে, দেশে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়া ঠোকাতে ১৯ এপ্রিল সরকার ১৭ সদস্যের জাতীয় কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে।

প্রসঙ্গত, মহামারি করোনাভাইরাসে দেশে বুধবার পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৩ জন মারা গেছেন এবং ৪০০৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, নতুন আক্রান্তসহ এখন পর্যন্ত দেশে করোনার শিকার হয়েছেন ৯৮ হাজার ৪৮৯ জন। আর মোট মারা গেছেন এক হাজার ৩০৫ জন। করোনায় নতুন যে ৪৩ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ ২৮ জন এবং নারী ১৫ জন।

এদিকে, করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন আরও ১৯২৫ জন। এ নিয়ে দেশে মোট সুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮ হাজার ১৮৯ জন।

জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বুধবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ লাখ ৪১ হাজার ৪৩৯ জনে। এছাড়া, প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৮১ লাখ ৫২ হাজার ৮৮৫ জন। জেএইচইউর তথ্য অনুসারে, বুধবার পর্যন্ত ব্রাজিল ও রাশিয়া যথাক্রমে ৯ লাখ ২৩ হাজার ১৮৯ জন এবং ৫ লাখ ৪৪ হাজার ৭২৫ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত ২১৩টিরও বেশি দেশে ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

করোনা মোকাবিলায় সকল দেশের পারস্পারিক সহযোগিতা প্রয়োজন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৭।বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেছেন, করোনা এখন বৈশ্বিক সমস্যা, তা মোকাবিলায় সকল দেশের পারস্পারিক সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি বুধবার বাংলাদেশ সফররত চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের সাথে সিলেট ও চট্টগ্রামের চিকিৎসকদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মত বিনিময় সভায় উদ্বোধনী বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,বাংলাদেশ সরকার করোনা মোকাবিলায় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও চীন করোনা মোকাবিলায় পারস্পারিক সাহায্য অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশে সফররত চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা উপকৃত হচ্ছেন। ড় মোমেন বলেন, চীনের উহান প্রদেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে সারা বিশ্ব অত্যন্ত কঠিন সময় পার করছে। চীন সর্বপ্রথম করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতার শিকার হয়। করোনার ভয়াবহতা মোকাবিলায় চীনের সফলতা সারা বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে কাজ করবে। চীন করোনা মোকাবিলায় জরুরি হাসপাতাল নির্মাণ,কঠোরভাবে কোয়ারেন্টাইন মেনে চলাসহ দ্রুত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। চীন সরকার এবং সেদেশের বেসরকারি সংস্থা আলিবাবা এবং জ্যাকমা ফাউন্ডেশনকে বাংলাদেশের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সহযোগিতাকে বাংলাদেশের প্রতি চীনের জনগণ ও সরকারের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেন। এ সময় ড় মোমেন করোনা পরিস্থিতিতে উহান প্রদেশসহ চীনের বিভিন্ন অংশে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ছাত্রদের সহযোগিতার জন্য চীন সরকার ও সেদেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানান

বাংলাদেশকে কারোনা চিকিৎসায় সহযোগিতা করার জন্য চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল গত ৮ জুন ঢাকায় আসে। তারা আগামী ২২ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবেন। ভিডিও কনফারেন্সে সিলেটে এম. এ. জি. ওসমানি মেডিকেল কলেজের পরিচালক এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং সংযুক্ত ছিলেন।

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্র, তীব্রতা মাত্র ২.৫

মুম্বই, ১৭ জুন (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্র। বুধবার বেলা ১১.৫১ মিনিট নাগাদ মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় মহারাষ্ট্রে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ২.৫। ভূমিকম্পের তীব্রতা

ছয়ের পাতায়

আষাঢ় মাসেই বিয়ের কথা ছিল রাজেশের

মহম্মদবাজার, ১৭ জুন (হি. স.) : আষাঢ় মাসেই বিয়ের কথা ছিল রাজেশের। স্বপ্ন চুড়মার হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারি মাসে শেষবারের জন্য বাড়ি এসেছিল রাজেশ ওরাং। ভারতীয় সেনা বাহিনীর সৈনিক রাজেশ স্বপ্ন ছিল বিয়ে করে ঘর বাঁধার। ছুটিতে বাড়ি এসে তখনই সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের পুরন্দরপুর গ্রামের মেয়ে দেখতে যায় রাজেশ। দুই পরিবারের কথাবার্তায় ঠিক হয়ে যায় আষাঢ় মাসে বাড়ি ফিরেই বিয়ে করবে রাজেশ। এদিকে বিয়ে করার আগে প্রস্তুতি হিসেবে নিজের মাটির ভিটে বাড়ির পাশেই পাকা বাড়ি তৈরি শুরু করেছিল রাজেশ। তবে আজ ও তা অর্ধসমাপ্ত। বিয়ের আগে বাড়ি এসে সেই কাজ শেষ করবে এমন ভেবেছিল সে। বিয়ের জন্য কিনে রেখেছিল ডিভান খাট, টিভি আলমারি,ড্রেসিং টেবিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হলো না। চিন ভারত সীমান্তে উত্তেজনা শুরু হওয়ার কারনে রাজেশ এর ছুটি বাতিল হয়ে যায়। মাকে আক্ষেপ করে জানিয়েছিল

ছয়ের পাতায়

চিনের হামলায় মৃত ভারতীয় জওয়ান বীরভূমের বাসিন্দা

মহম্মদবাজার, ১৭ মার্চ (হি. স.) : চিনের হামলায় মৃত ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে একজন বীরভূমের মহম্মদবাজার থানা এলাকার বেলগড়িয়া গ্রামের যুবক রাজেশ ওড়াং।। মৃতের পরিবারের দাবী, যোগ্য জবাব দিক ভারত সরকার। ২০১৫ সালে কাজে যোগদান করেছিলো এই যুবক, তারপর থেকে ভারত- চিন সীমান্তেই পোস্টিং ছিল তার। মঙ্গলবার রাতে খবর এসে পৌছায় তার মৃত্যুর। দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে ছেলে গর্বিত গোটা গ্রাম সহ তার পরিবার।বীরভূমের মহম্মদবাজার ব্লক এর ভূতুরা পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত গ্রাম বেলঘড়িয়া। গ্রামে যাওয়ার জন্য কোন পাকা রাস্তা নেই। বিদ্যুৎ সংযোগ সবে পৌঁছেছে। এমনই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেই নিজের অদম্য চেষ্টায় ভারতীয় সেনা দলে নাম লিখিয়েছিলেন রাজেশ ওরাং। জন জাতি সম্প্রদায়ের ছেলে হয়েও নিজের যোগ্যতাতেই স্কুল পাস কলেজে পড়তে পড়তেই ডাক এসে গেল ভারতীয় ফৌজে। বাড়ির এক ছেলে নাম লিখিয়ে। দেশের জন্য তার গর্বের অন্ত ছিল না। সেই রাজেশ চীন ভারত যুদ্ধের সীমান্ত গিয়ে শহীদ হয়ে গেল। রাজেশ এর মৃত্যুর সংবাদ শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রামজুড়ে। গ্রামের প্রতিবেশী আত্মীয় পরিজন সকলেই আজ শোকা হত। অত্যন্ত প্রিয় লড়াকু ছেলে রাজেশ খেতমজুর পরিবার থেকেই খুব কষ্ট করেই বড় হয়েছিল। রাজেশের উপার্জনেই সংসার প্রতিপালিত হত। কিন্তু আজ সব শেষ।

ভারত-চিন সংঘর্ষে শহিদ হিমাচলের অঙ্কুশ ঠাকুর, শোকস্তব্ধ পরিজনরা

শিমলা, ১৭ জুন (হি.স.): পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত-চিন সংঘর্ষে শহিদ হয়েছেন বীর জওয়ান, হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরের বাসিন্দা সিপাই অঙ্কুশ ঠাকুর। ২১ বছর বয়সী অঙ্কুশ ঠাকুর হামিরপুরের ভোরাঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত

ছয়ের পাতায়

অনুসন্ধানের নামে সাংবাদিকদের তলব স্বাধীন সংবাদ প্রবাহের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ: ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৭।। বাংলাদেশের একজন পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার অনৈতিক তৎপরতার অভিযোগের সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচারের পর অন্তত ১০ জন সাংবাদিককে তদন্ত কমিটির তলব করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও এ ধরনের পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু।

বুধবার এক বিবৃতিতে ডিইউজে নেতারা বলেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) দপ্তর থেকে কয়েকদিন আগে পাঠানো এক চিঠিতে 'সুষ্ঠু অনুসন্ধানের নিমিত্তে' নির্ধারিত সময়ে ১০ জন সাংবাদিককে হাজির হতে বলা হয়েছে। ডিইউজে নেতারা মনে করেন, পুলিশি অপরাধ সংক্রান্ত পুলিশ বিভাগের তদন্তে সাংবাদিকদের তলব করা এবং জিজ্ঞাসাবাদের পদক্ষেপ স্পষ্টতই প্রচলিত আইন ও রেওয়াজের পরিপন্থী। এ ধরণের চিঠি এক ধরণের মনস্তাত্বিক চাপ তৈরি করছে, যা স্বাধীন সংবাদ প্রবাহের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। বিবৃতিতে ডিইউজে নেতারা এই ধরনের হয়রানি ও মনস্তাত্ত্বিক চাপমূলক উদ্দেশ্যপূর্ণ উল্লেখ করে চিঠি অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দেশের প্রচলিত আইনে সাংবাদিকদের কাছে তথ্যের সূত্র জানতে চাওয়ার কোনও অবকাশ নেই। কেননা, সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা একজন সাংবাদিকের মৌলিক ও পবিত্র দায়িত্বের অংশ হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া, সাংবাদিকদের কাজ হচ্ছে গোপনীয়তার বেড়াজাল ভেঙে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য জনগণকে অবহিত করা।

বুধবার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও ডাঃ অশোক সিনহা এবং জিবি হাসপাতালের প্রশাসক সুভাশিষ দাস রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে অংশ নেন। ছবি- নিজস্ব।

তিন সপ্তাহ আগে বোনের সঙ্গেই শেষ কথা বলে রাজেশ ওড়াংয়ের

মহম্মদবাজার, ১৭ জুন (হি. স.) : মহম্মদবাজারের বেলগড়িয়া গ্রামের ঘরের মেঝে শুয়ে কান্নায় পাথর রাজেশের ছোট বোন শকুন্তলা ওরাং। দাদার ছবি বুকে নিয়ে কানতে কানতে কখনও কখনও অচৈতন্য হয়ে যাচ্ছে শকুন্তলা। ৩ সপ্তাহ আগে দাদার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল শকুন্তলার।

লাদাখের চিন সীমান্তে যাওয়ার আগে বাড়িতে ফোন করেছিল রাজেশ। মা বাড়িতে না থাকায় ছোট বোন শকুন্তলায় ফোন ধরেছিল সেদিন। বলেছিল, 'বোন সাবধানে থাকিস। মাকে দেখিস। আমি আরো উঁচু পাহাড়ে ডিউটিতে যাচ্ছি। ওখানে আর ফোনে পাবি না। অফিসারদের ফোন থেকে সময় পেলে কথা বলব।' কিন্তু আর কথা বলা হলো না। শকুন্তলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দাদা সেদিন ফোনে বললো, মাকে দেখিস বলে দাদা ফোন রেখে দিল। কিন্তু সেটাই যে শেষ কথা হবে সেদিন বুঝতে পারিনি। দাদা বলেছিল। উঁচু পাহাড়ে ডিউটিতে যাচ্ছি ফোনের টাওয়ার পাওয়া যাবে না। তখনও জানিনা চিনের সীমান্তে দাদাকে যুদ্ধ করতে নিয়ে যাওয়া হল। শকুন্তলা রানিশ্বর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। বোনের বিয়ে দিয়ে বিয়ে করবে বলেছিল রাজেশ। শকুন্তলা কাঁদতে কাঁদতে জানালো আমাদের সব শেষ হয়ে গেল। দাদার রোজগারের আমাদের সংসার চলত। জানিনা আর কি হবে। আমরা বোধহয় না খেতে পেয়ে মারা যাবো।

চিনের প্রতি বদলা চায় শহীদ পরিবার

মহম্মদবাজার, ১৭ জুন (হি. স.) : লাদাখের গালওয়ান ভ্যালিতে চলা ভারত-চিন সংঘর্ষে শহিদ হলেন বীরভূমের এক জওয়ান। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছায়।লাদাখের গালওয়ান ভ্যালিতে সংঘর্ষে শহিদ হয়েছেন রাজ্যেরই এক জওয়ান। নাম রাজেশ ওরাং। বাড়ি বীরভূমের মহাম্মদবাজার থানা বেলঘড়িয়া গ্রামে। তাঁর মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছাতেই ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা।

দাদার মৃত্যুর খবর প্রথম পান তাঁর বোন শকুন্তলা। এই খবর শোনার পরই তিনি বলেন , 'বদলা চাই , প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানাব।' ২০১৫ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সরস্বতী পুজোয় শেষ বাড়িতে এসেছিলেন। এরপর তাঁর বাড়িতে আসার কথা থাকলেও লকডাউনের জেরে পারেননি। বিয়ের জন্য দেখাশোনাও চলছিল। কিন্তু, বাড়ি আসা আর হল না রাজেশের। এরই মাঝে ভারত-চিন নিয়ন্ত্রণ রেখায় শহিদ হন ২০ জওয়ান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজেশও। গতকাল বিকেলে সকালে সেই খবর এসে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে তাঁর পরিবার। ভাই অভিজিৎ ওরাং বলেন , 'মৃত্যুর খবর আসতেই প্রশাসনের তরফে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

দূরত্ব বজায় রাখতে বাজারে নজরদারি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৭ জুন(হি. স.) : দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে যেন শহরে রাজ করছে করোনা।অদৃশ্য ভাইরাসের আতঙ্কে কপালে ভাঁজ পরেছে শহরবাসীর। চিকিৎসকের তরফে বারবারই বলা হচ্ছে করোনা সংক্রমণ এড়াতে দূরত্ব বজায় রাখতে।কিন্তু সকাল হতেই বাজারে, দোকানে ভিড় জমাচ্ছে শহরবাসী। তবে, করোনা মোকাবিলায় বুধবার শহরের বিভিন্ন বাজারে ,দোকানেনজরদারি কলকাতা পুলিশের।

করোনা সংক্রমণ এড়াতে বর্তমানে দেশজুড়ে চলছে আনলক ওয়ান। কিন্তু করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত শহরবাসী।তবে করোনা সংক্রমণ এড়াতে শহরবাসী সকল দায়িত্ব যেন কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ।কখনও মাইকিং করে অথবা কখনো সামাজিক বার্তা দিয়ে জনগণকে সচেতন করতে হয়েছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু সকাল হতেই বাজারে ভিড় জমায় শহরবাসী। বাজারে দরকষাকষিতে দূরত্ব বজায় রাখার কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে অনেকেই। সামাজিক দূরত্ব অনেক সময়ই বজায় থাকে না। আর যার জন্য বিভিন্ন বাজারে দোকানের সুরক্ষা বলয় তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে। যাতে সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রেখে সেদিকে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বাভাবিক ছন্দ থেকে বহুদূরে আমফান বিধ্বস্ত সুন্দরবন

কলকাতা, ১৭ জুন (হি. স.): প্রায় এক মাস হতে চলল।কিন্তু এখনও আমফান বিধ্বস্ত সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জীবনযাপনের স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি। দারিদ্রতা ও অনাহারের মধ্যে দিনযাপন করতে হচ্ছে সেখানকার মানুষদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ত্রাণ বণ্টনের দাবি তুললেও সেখানকার দরিদ্র মানুষের কাছে সরকারি ত্রাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছয়নি।

বুধবার সারাবাংলা পরিচারিকা সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভানেত্রী পুষপ পাল জানিয়েছেন, আমফানে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাকদ্বীপ, নামখানা, কুলতলী, ক্যানিং, ঝড়খালি, ডায়মন্ড হারবার, বাসন্তী, গোসাবা জয়নগর সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল।পর্যাপ্ত সরকারি ত্রাণের অভাবে চরম অর্থকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে সেখানকার শ্রমজীবী মানুষদের। খাবার নেই, পানীয় জল নেই, এমনকি মাথার ছাদটুকু উড়ে গিয়েছে। এডবেস্টার, খর এবং টালির চালা ঝড়ে উড়ে গিয়েছে। এ বিষয়ের সংশ্লিষ্ট মহাকুমা আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হলেও কোন সুরাহা হয়নি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে বহু পরিচারিকা কলকাতায় কাজ করতে আসে। কিন্তু ট্রেন বন্ধ থাকায় তারা নিজের কর্মস্থলে আসে পারছে না। ফলে সরকারের কাছ থেকে রেশনে পাওয়া ৫ কিলোগ্রাম চালই তাদের ভরসা। পঞ্চায়েত থেকে মেলেনি কোনও সাহায্য।

ক্যানিং এর বাসিন্দা পেশায় হকার কৃষ্ণপদ মন্ডল জানিয়েছেন, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ঘরের চালা ভেঙে পড়েছে। ত্রিপল দিয়ে কোনরকমে কাজ চলছে। দুবেলা-দুমুঠো অন্নসংস্থান করতেই জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাচ্ছে। স্ত্রী রুপা মন্ডল পেশায় পরিচারিকা।কিন্তু ট্রেন বন্ধ থাকায় সেও কর্মস্থলে যেতে পারছে না।বাড়িতে রয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তার সমস্ত বইপত্র ভিজে গিয়েছে।

ক্যানিংয়ের সাতমুখো হাটের বাসিন্দা রুপালি হালদার জানিয়েছেন, ঘরের চালা উড়ে গিয়েছে। প্রশাসন থেকে ত্রিপলটুকু জোটেনি। দুপুরে ফেনাভাত এবং রাতে গোলা রুটি খেয়ে কোনরকম করে চলছে। ঘুটিয়ারি শরীফ এর বাসিন্দা পেশায় পরিচারিকা সন্ধ্যা সর্দার জানিয়েছেন, বাড়ির চালা উড়ে গেছে। ভরসা রেশনের চাল। পঞ্চায়েতের লোকেরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাহায্য এখনো মেলেনি।

সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অর্থনীতিবিদ তথা শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক দিব্যেন্দু বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জীব বৈচিত্রের অনুপম নিদর্শন হচ্ছে সুন্দরবন। ইউনেস্কো সেই স্বীকৃতি অনেক আগেই দিয়েছে। আমফানের জেরে সেখানকার প্রায় এক লাখ কৃষক দুর্ভোগের মুখে পড়েছে। বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় নোনা জল জমিতে ঢুকে পড়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৮ থেকে ২০ হাজার হেক্টর চাষযোগ্য জমি। তাই সেখানকার সার্বিক অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ম্যানগ্রোভ কমে যাওয়ার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়েছে। সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ভারসাম্য রক্ষার দিকটাও মাথায় রাখা দরকার।এর জন্য অর্থনীতিবীদ, জীব বিদ্যার বিশেষজ্ঞ, পরিবেশবিদ, পরিসংখ্যানবিদদের নিয়ে কমিটি গঠন করে সুন্দরবনের উন্নয়নের দিশা নির্দেশ তৈরি করতে হবে। সেখানে যে সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রজেক্ট ওয়ার্কস চলছে তাদেরও মতামত নেওয়াটা বাঞ্ছনীয়। সর্বোপরি সুন্দরবনের ভূ বৈচিত্রের মধ্যে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো উচিত। সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা চিরস্থায়ী উন্নয়নে দিশা নির্দেশ ঠিক করতে আরো বেশি মনোযোগী হওয়া দরকার। তা না হলে এককালীন ত্রাণ বন্টন করলে সেখানকার মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং জীবনহানি কম করার জন্য সুন্দরবন এলাকায় ত্রাণশিবির তৈরি করা প্রয়োজন। যাতে করে আগামী দিনে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর আগেই নিরাপদ দূরত্বে থাকা ত্রাণশিবিরগুলিতে স্থানীয়দের রাখা যায়। সুন্দরবনের একটা অংশ বাংলাদেশে পড়েছে। ফলে সুন্দরবনের সর্বাঙ্গিক উন্নয়নের দিক থেকে ভারত ও বাংলাদেশকে যৌথভাবে কাজ করার কথাও ভাবতে হবে। সুন্দরবন নিয়ে যথাসম্ভব প্রচার এবং প্রসার হওয়াটা একান্ত জরুরী। তাই বলে প্রকৃতিকে বাঁচাতে গিয়ে সেখানকার মানুষদের উচ্ছেদ করা যাবে না। কারণ তারা এই প্রকৃতির মধ্যে আত্মিক ভাবে মিশে গিয়েছে তারা।

ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক কিংশুক হালদার জানিয়েছেন, সুন্দরবন ও তার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে বিদ্যুতের অভাব। খুঁটি পড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ আজও বিচ্ছিন্ন। মাটির বাড়িগুলি মাটিতেই মিশে গিয়েছে। এখানকার প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়ির চালা এডবেস্টারের তৈরি। সেগুলি উড়ে গিয়েছে। বহু পরিবারের কাছে ত্রিপল অপ্রতুল। পর্যাপ্ত সরকারি সাহায্য নেই। বাঁধ ভেঙে পুকুরে নোনা জল ঢুকে যাওয়ার কারণে মাছ মরে গিয়েছে। টিউবওয়েল থাকলেও গ্রামবাসীদের নিত্যদিনের জীবনযাপনের সঙ্গী হচ্ছে পুকুর। সেই পুকুরের জল দূষিত হয়ে যাওয়ার কারণে জনজীবন প্রায় স্তব্ধ। চাষের জমিতে জল জমে যাওয়ার কারণে আগামী দুই বছর ফসলের ফলন হবে না। ফলে যখন ত্রাণ আসা বন্ধ হয়ে যাবে তখন এই সকল মানুষদের আর্থিক দুরবস্থার চরম আকার ধারণ করবে। পর্যাপ্ত চিকিৎসার অভাবে এখানে রয়েছে। নোনা জল জমে থাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে তাতে করে ফুসফুসের সংক্রমণ বাড়তে পারে। নিচু জায়গাগুলিতে জল এখনো সরে যায়নি। সেখানে খাদ্য সংকট রয়েছে।

তীব্রতা মাত্র ২.৫

পাচের পাতার পর

অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বুধবার বেলা ১১.৫১ মিনিট নাগাদ ২.৫ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মহারাষ্ট্রে, মুম্বই থেকে ১০৩ কিলোমিটার উত্তরে। মুম্বইয়ে হালকা কম্পন টের পাওয়া যায়। ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মানুষজন। মৃদু ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

রাজেশের

পাচের পাতার পর

মা পুজোর আগে আর হয়তো বাড়ি যাওয়া হবেনা। তাই বিয়ের দিনও আপাতত বাতিল হয়ে যায়। সব ঠিক থাকলেই আষাঢ মাসেই পুরন্দরপুর এ বিয়ে চূড়ান্ত হয়ে গেছিল রাজেশের। কিন্তু আজ সব শেষ। বিয়ে করতে আসার আগেই আজ রাজেশের কফিনবন্দি দেহ ফিরছে গ্রামে। বাড়িতে পড়ে রয়েছে সেই সব আসবাবপত্র। কিন্তু বিয়ে করা আর হয়ে উঠলো না রাজেশের। চীন-ভারত যুদ্ধের অকালেই ঝরে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনীর জমান রাজেশ ওরাং এর জীবন। রাজেশের ভাই অভিজিৎ ওরাং বলেন দাদার বিয়ে করার কথা ছিল। কিন্তু লকডাউন এর কারণে পিছিয়ে যায়। আমাদের সব ঠিক হয়ে গেছিল কিন্তু আজ সব শেষ। '

কুর্নিশ রাষ্ট্রপতির

তিনের পাতার পর

বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এদিন চীনের বিরুদ্ধে গোটা ভারতজুড়ে সর্বাত্মক স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। দিল্লির চিনা দূতাবাসের সামনেও দেখানো হয় এই বিক্ষোভ। চীনা পণ্য বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়।

মোতায়েন করল রেল

তিনের পাতার পর

কামরাগুলিকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে পরিণত করে ব্যবহার করার কথা তিনি বলেছিলেন। সেই অনুযায়ী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করল রেল।

দিল্লীতে যে ৫০৩ কামরা মোতায়েন করা হয়েছে।তারমধ্যে ২৬৭ আইসোলেশন কামরা আনন্দ বিহার স্টেশনে রাখা হয়েছে। এই আইসোলেশন কামরা গুলোতে মাঝের বার্থকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।একটি কামরায় বারটি আইসোলেশন শয্যা থাকবে।

লাইনে

● প্রথম পাতার পর

সবুজ সঙ্কেত দিতে পারে রেল কর্তৃপক্ষ।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সিনিয়র জনসংযোগ অফিসার নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাড়াহুড়ো করে এখনই ঝুঁকি নিয়ে যাত্রী রেল চালানোর পক্ষে নেই তাঁরা। তাই প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে ইঞ্জিন ও পরে পণ্যবাহী ট্রেন চালিয়ে নতুন করে বসানো ট্র্যাক পর্যবেক্ষণ করার পরই যাত্রী রেল চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। তবে ২০ জুনের পরই লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে বলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সিনিয়র জনসংযোগ অফিসার নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ধস বিধ্বস্ত মুপায় আগের জায়গা থেকে ৩০ মিটার দূরে সরিয়ে প্রায় ১৮০ মিটার এলাকা জুড়ে নতুন করে ট্র্যাক বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। এর পর ট্র্যাক পর্যবেক্ষণ করা সহ ট্র্যাক বসে যায় কিনা বা অন্য কোনও সমস্যা দেখা দেয় কিনা তা পরখ করে দেখতেই বুধবার বেশ কয়েকবার মুপায় নতুন করে বসানো ট্র্যাকের উপর দিয়ে লাইট ইঞ্জিন রোল করানো হয়।

উল্লেখ্য গত ১ জুন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টির জেরে মুপা ও মাইবাঙের মধ্যবর্তী ৫৭/০ এবং ৫৭/২ কিলোমিটার অংশে ধস নেমে লামডিং-বদরপুর ব্রডগেজ রেলপথে গত ১৭ দিন থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে বরাক উপত্যকার তিন জেলার পাশাপাশি ত্রিপুরা, মণিপুর ও মিজোরামের মানুষ প্রচণ্ড দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। এমন-কি বরাক উপত্যকা সহ এই রাজ্যগুলিতে পণ্য সামগ্রীবাহী বেশ কয়েকটি পণ্যবাহী ট্রেন বিভিন্ন জায়গায় আটকে রয়েছে। তাই পাহাড় লাইনে দ্রুত রেল পরিষেবা সচল করে তুলতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বলে জানিয়েছেন নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

প্রাচ্য ভারতী

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ফলাফল ঘোষণার পর প্রাচ্য ভারতী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। গোল্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন স্কুল খোলার একমাস পর পুনরায় যারা অবতীর্ণ হয়েছে তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। তারপরও এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন।

যুবমোর্চার

● প্রথম পাতার পর

দেশে ৪০ শতাংশ পণ্য বিক্রি করে তার থেকে মুনাফা নিয়ে সীমান্তে হামলা করছে। তাঁর আবেদন, আজ থেকে স্বদেশী জিনিস গ্রহণ করুন।

এদিকে, বিজেপির মহিলা মোর্চা লাদাখে সীমান্তে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। চিন এবং তাদের আগ্রাসনকে ধিক্কার জানিয়েছে। বিজেপির প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত এদিন এই ইস্যুতে সিপিএমকে বিঁধে বলেন, আজ চিনের বিরুদ্ধে তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

১ ট্রাক সুতলি, ২ ট্রাক তুলা, ৩ ট্রাক সিমেন্ট এবং ১ ট্রাক পটেটো দানা। মোট ১৮০ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি হয়েছে।

পূর্বাভাস

● প্রথম পাতার পর

পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামীকাল সিপাহিজলা, গোমতি, খোয়াই এবং দক্ষিণ জেলায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হবে। বাকি উত্তর, ঊনকোটি এবং ধলাই জেলায় ওই চারটি জেলা থেকে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাত হবে।

বিশালগড়ে গৃহবধূর ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ জুন।। আবারও শ্বশুর বাড়িতে আত্মহত্যার চেষ্টা এক গৃহবধূর। ঘটনা বুধবার রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ বিশালগড়ের রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তেবারিয়া এলাকায়। জানাগেছে, তার স্বামী কর্ম সূত্রে বিদেশে থাকেন। তবে বাড়িতে তার শ্বশুরের সাথে প্রায়শই ঝগড়া হত বলে গৃহবধূর এক বোন জানিয়েছেন।

জানাগেছে এদিন রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ শ্বশুর বাড়িরই একটি ঘরে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যবসত, শ্বশুর বাড়ির লোকজনরা বিষয়টি টের পেয়ে যাওয়ায় তাকে ফাঁসির দড়ি থেকে নামিয়ে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় দমকল অফিসে। দমকল কর্মীরা ঘটনারস্থলে ছুটে গিয়ে গৃহবধূকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশালগড় হাসপাতালে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রেফার করা হয় হাপানিয়া স্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় তার চিকিৎসা চলছে হাপানিয়া হাসপাতালেই।

প্রাক্তন এয়ার মার্শাল শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ত্রিপুরা থেকে একমাত্র ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এয়ার মার্শাল শিবপ্রসাদ চক্রবর্তীআজ প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। একাত্তরের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। রাজ্যের এই কৃতি ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তেলিয়ামুড়ায় পৃথক স্থানে অপহৃতা তিন নাবালিকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুন।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ভি জগদিস্বর রেড্ডি বুধবার জানান যে গত ১২ জুন ২০২০ এ পূর্ব আগরতলা থানায় এক ১৭ বছরের নাবালিকা অপহরণের মামলা লিপিবদ্ধ হয়। মামলা নম্বর ৪৩/২০২০, ৩৬৩/১০৯/৩৪আইপিসিতে। মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া থানায় খবর আসে যে ওই মেয়েটি তেলিয়ামুড়ায় রয়েছে, সাথে সাথে হানা দিয়ে এক বাড়ি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। তাছাড়া একই তারিখে তেলিয়ামুড়া থানায় এইরূপ এক নাবালিকা অপহরণ এর মামলা হয়, তদন্তে নেমে পুলিশ গতকাল তাকেও উদ্ধার করে। এদিকে গত ৪ জুন ২০১৯ এ তেলিয়ামুড়া থেকে এক নাবালিকা অপহরণ এর মামলা হয় থানায়। খবর ছিল আসাম এর কোন এক জায়গায় রয়েছে সে। সেই সূত্র ধরে সেই নাবালিকাকে ও উদ্ধার এ সমর্থ হয় পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত কাউকেই আটক করতে পারেনি।

শোকস্তব্ধ পরিজনরা

পাচের পাতার পর

কারোহটা গ্রামের বাসিন্দা। মাত্র দু''বছর আগেই ২০১৮ সালে পঞ্জাব রেজিমেন্ট থেকে ভারতীয় সেনায় নিয়োগ হয়েছিল অঙ্কুশের।

অঙ্কুশের বাবা এবং ঠাকুরদা উভয়েই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছেন। অঙ্কুশের ছোট ভাই ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া। মঙ্গলবার রাতে অঙ্কুশের মৃত্যুর খবর তাঁর বাড়িতে পৌঁছতেই শোকে ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। শোকস্তব্ধ গ্রামবাসীরাও।

জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু, আজ পুনরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গত কয়েকদিনের তুলনায় অত্যাধিক পাওয়া গিয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের কথায়, রেল যাত্রীদের নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা কমছে সেই সাথে আক্রান্তের হার নিম্নমুখি হয়েছে। আপাতত, অসমের পাহাড় লাইনে ধস পড়ে রেল পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কিন্তু পুনরায় রেল চালু হলে করোনা সংক্রমণের হার বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিন্তু, এখন বিমানযাত্রীদের মধ্যে সংক্রমণের হার কিছুটা বেড়েছে।

এদিকে, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলায় সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সিপাহিজলা জেলায় ৫২৩ জন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৩৬ জন সুস্থ হয়েছেন। ধলাই জেলায় ২০১ জন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৮৪ জন সুস্থ হয়েছেন। গোমতি জেলায় ১১২ জন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৬১ জন সুস্থ হয়েছেন। পশ্চিম জেলায় ১১৯ জন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৪১ জন সুস্থ এবং ১ জন প্রয়াত হয়েছেন। দক্ষিণ জেলায় ৮০ জন করোনা সংক্রমিতের মধ্যে ৫৭ জন সুস্থ হয়েছেন। ঊনকোটি জেলায় ৫৯ জন করোনা সংক্রমিতের মধ্যে ৪৫ জন সুস্থ, খোয়াই জেলায় ৩০ জন করোনা সংক্রমিতের মধ্যে ২৩ জন সুস্থ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৪ জন করোনা সংক্রমিতের মধ্যে ৯ জন সুস্থ হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হিংসাত্মক আকার ধারণ করে এবং প্রাণহানি হয়। এই ভাবে চলতে থাকলে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। চিনা সেনার উচিত নিজেদের অবস্থান বিবেচনা করে ত্রুটিগুলো সংশোধন করে পিছু হটে যাওয়া।

৬ জুন শীর্ষ সামরিক পর্যায় যে আলোচনা হয়েছে তা মেনে চিনাদের পিছু হটে যাওয়া উচিত। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫ জুন, সোমবার রাতে গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় সেনা জওয়ানদের উপর অর্তকিতে হামলা চালায় চিনা সেনা। শহিদ হন ২৩ ভারতীয় জওয়ান। পাল্টা প্রত্যাঘাতে নিকেশ ৪৩ চিনা সেনা।দুই তরফে উত্তেজনা চরমপর্যায়ে হয়ে রয়েছে। বুধবার সারা দিন দফায় দফায় তিন বাহিনীর প্রধান এবং সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত এর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।চিনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। দেশের অখন্ডতা নিয়ে কোনও ভাবেই আপস করা হবে না তা মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

চিনকে পাল্টা প্রত্যাঘাত কিভাবে করা হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সেনাবাহিনীর ওপর ছাড়লো কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা বিষয়ক কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন দফায় দফায় তিন বাহিনীর প্রধান, সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াতের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।সোমবার গভীর রাতে চিনের হামলায় শহীদ হওয়া কর্নেল ও জওয়ানদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেনাবাহিনী তরফ থেকে।

সোমবার রাতে পূর্ব লাদাখের মূল নিয়ন্ত্রণরেখা গলওয়ান উপত্যকায় টহলরত ভারতীয় জওয়ানদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় ধূর্ত চীনা সেনা। দুই তরফের হাতাহাতিতে শহীদ হন কর্নেল সহ ২০ জন সেনা জওয়ান। ভারতের তরফ থেকে বাড়তি বাহিনী গিয়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।নিকেশ করা হয় ৪৩ চীনা জওয়ানকে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে টহলরত ভারতীয় জওয়ানদের ওপর প্রায় ৫০০ চিনা সেনা ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোহার রড এবং সিমেন্টড রড দিয়ে আঘাত করা হয় ভারতীয় সেনা জওয়ানদের ওপর। ওদিন গভীর রাত পর্যন্ত এই সংঘর্ষ চলে। এরপরই দু '' দেশের মধ্যে উত্তেজনার পারদ বাড়তে থাকে। দুই তরফের এই সংঘর্ষের ছবি কৃত্রিম উপগ্রহ ছবিতে ধরা পড়েছে।চিনা সেনা সেদিন রাতে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল। চিনের এই অতর্কিত হামলার পরও ভারত নিজেদের পোস্ট ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

এদিন সেনাবাহিনী তরফ থেকে শহীদ হওয়া জওয়ান নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। যেসব সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন তারা হলেন বিহার রেজিমেন্ট এর কর্নেল সন্তোষ বাবু, নায়েব সুবেদার সত্নাম সিংহ, মন্দীপ সিংহ, নন্দু রাম সোরেন, দীপক সিং,সেপাই কুন্দন কুমার, আমন কুমার, চন্দন কুমার, গণেশ হাসদা, গণেশ রাম, কে কে ওঝা, রাজেশ ওরাও, সি কে প্রধান, সুনীল কুমার, জয় কিশোর সিং। এম পি এস সি রেজিমেন্ট এর হাবিলদার বিপুল রায়।পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সিপাই গুরুতেজ সিং, সিপাই অঙ্কুশ, সিপাই গুরুবিন্দ্রর সিং। ফিল্ড রেজিমেন্টে হাবিলদার কে পালানি।উল্লেখ করা যেতে পারে সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে ভারতের ১২০ জন সেনা জওয়ান চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ভারতীয় সেনা জওয়ানদের লক্ষ্য করে বড় বড় পাথর ছোড়া হয়।

শ্রমিক

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফে তাদের নিজ নিজ জেলায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এসইউসিআই'র

আটের পাতার পর

বন্ধ করতে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকায় রেগা এবং শহর এলাকায় টুয়েপ প্রকল্পে বছরের ২০০ দিনের কাজ এবং মজুরি ৩০০ টাকা নিশ্চিত করতে হবে। এই সব দাবিতে সংগঠন রাজ্যজুড়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে বদ্ধপরিকর।

কর্মসূচী আগরতলায়

আটের পাতার পর

হাসপাতালগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রনে এনে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার নামে মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে। এই ধরনের কার্যকলাপ অভিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এই দাবিতে সংগঠন আরোও বৃহত্তর আন্দোলন সামিল বদ্ধপরিকর বলেও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

গ্যাস সিলিন্ডার

আটের পাতার পর

করাহচ্ছে। যেই জায়গায় কমার্শিয়াল সিলিন্ডার ব্যাবহার করার কথা সেই জায়গায় ব্যাবহার করাহচ্ছে প্রাইভেট গ্যাসের সিলিন্ডার। এই বিষয়ে প্রসাশনের কোনো প্রকার হেলদোল নেই। এখন দেখাগেলো প্রকাশ্যে রাস্তার কাজের জন্য ব্যাবহার করাহচ্ছে প্রাইভেট গ্যাসের সিলিন্ডার। এই ব্যাপারে ওরিয়েন্টাল কোম্পানির কাজে নিযুক্ত লোকজনের কাছে জানতে চাইলে তারা জানায় এই সিলিন্ডার টি উদের রান্নার কাজে ব্যাবহৃত হতো যা দিয়ে বর্তমানে রাস্তার কাজ করাহচ্ছে। এইসকল ব্যাপারে প্রসাশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করছে লোকজন। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার কি করে কমারশিয়াল কাজে ব্যাবহৃত হয় এই নিয় প্রশ্ন চিহ্ন থেকেযায়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

আটের পাতার পর

জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২০ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৪৭৬ জন, মহারাষ্ট্রে ৫,৫৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ১১ জনের, পুদুচেরিতে ৬ জন, পঞ্জাবে ৭২ জন, রাজস্থানে ৩০৮ জনের, তামিলনাড়ুতে ৫২৮ জন, তেলেঙ্গানায় ১৯১ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ২৫ জন, উত্তর প্রদেশে ৪১৭ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৯৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লি, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ-এই রাজ্যগুলির করোনা-পরিস্থিতি রীতিমতো ভাবিয়ে তুলছে। এই রাজ্যগুলিতেই প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১১,৩৪৪৫, দিল্লিতে ৪৪,৬৮৮, তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত ৪৮,০১৯, রাজস্থানে সংক্রমিত ১৩,২১৬ এবং পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমিত ১১,৯০৯।

াঙ্গন

‘আট দলের’ টুর্নামেন্টে ফিরছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

স্বাস্থ্য ঝুঁকির চোখরাঙানির মাঝে ফুটবলের প্রয়োজনে আছে টুর্নামেন্ট শেষ করার তাড়া। হাতে সময়ও বেশি নেই। তাই আনকোরা এক বিকল্প উপায় খুঁজে নিল উয়েফা। স্থগিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করতে একই শহরে ‘আট দলের মিনি-টুর্নামেন্ট’ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।নতুন আঙ্গিকে টুর্নামেন্টের বাকি অংশ হবে আগামী অগাস্টে, পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে নির্বাহী পর্ষদের মিটিংয়ের পর উয়েফার ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি জর্জিয়ো মার্চেত্তি জানান, ফাইনালে হবে ২৩ অগাস্ট।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শেষ করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে উয়েফা। আগের সূচিতে এবারের ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল তুরস্কের ইস্তানবুলে; গত ৩০ মে। এবার কোয়ার্টার-ফাইনাল, সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল সরিয়ে নেওয়া হলো নতুন ভেন্যুতে।নকআউট পর্বে টুর্নামেন্টটির সব রাউন্ডই সাধারণত হয় দুই লেগের। কিন্তু বদলে যাওয়া ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় এবার কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনাল হবে এক লেগে।শেষ ষোলোর চারটি ম্যাচ অবশ্য এখনও বাকি আছে। ম্যানচেস্টার সিটি-রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ-চেলসি, ইউভেন্তুস-অলিম্পিক লিওঁ ও বার্সেলোনা-নাপোলি লড়াইয়ের ফিরতি লেগ হবে আগামী ৭ ও ৮ অগাস্ট। এই ম্যাচগুলোর ভেন্যু এখনও নিশ্চিত হয়নি। হতে পারে পূর্ব নির্ধারিত ভেন্যুতে, নয়তো পর্তুগালে।এরই মধ্যে শেষ আটের টিকেট নিশ্চিত করেছে, পিএসজি, আতলেতিকো মাদ্রিদ, আতালান্তা ও লাইপজিগ।মহামারীকালে প্রতিটি ম্যাচই দর্শকশূন্য মাঠে আয়োজনের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন উয়েফা সভাপতি আলেকসান্দের চেফেরিন। অবশ্য খুব সামান্য সম্ভাবনা আছে প্রেক্ষাপট বদলের।ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের দ্বিতীয় সেরা প্রতিযোগিতা ইউরোপা লিগের ক্ষেত্রেও হয়েছে একই রকম সিদ্ধান্ত। জার্মানির কয়েকটি শহরে হবে নতুন আঙ্গিকে প্রতিযোগিতাটি। আগামী ১০ অগাস্ট শুরু হয়ে শেষ হবে ২১ অগাস্ট।নারী ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন্স লিগও হবে আট দলের মিনি টুর্নামেন্টে; ভেন্যু শহর স্পেনের বিলবাও ও সান সেবাস্তিয়ান। ফাইনাল হবে ৩০ অগাস্ট।সিদ্ধান্ত এসেছে এক বছর পিছিয়ে যাওয়া ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়েও। ২০২০ ইউরোর ম্যাচগুলো হওয়ার কথা ছিল ইউরোপের ১২টি শহরে। বুধবারের সভার পর জানানো হয়, আগের মতোই ওই ১২ শহরেই বসবে আগামী বছর হতে যাওয়া প্রতিযোগিতাটি।২০২১ সালের ২১ জুন শুরু হবে টুর্নামেন্টটি। আর স্থগিত হয়ে যাওয়া বাছাইপর্বের প্লে-অফ ম্যাচগুলো হবে আগামী ৮ অক্টোবর ও ১২ নভেম্বর।

জয়রথে থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ: রাকিতিচ

প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোল খাওয়ার আগ পর্যন্ত বার্সেলোনাকে বেশ চাপে রেখেছিল তলানির দল লেগানেস। ইভান রাকিতিচও ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় মেনে নিলেন, ম্যাচটা তাদের জন্য কঠিন করে তুলেছিল প্রতিপক্ষ। বার্সেলোনার ক্রোয়াট মিডফিল্ডার জানালেন জয়ের ধারা ধরে রাখার স্বস্তির কথা।

লা লিগায় মঙ্গলবার রাতে নিজেদের মাঠ কাম্প নউয়ে লেগানেসকে ২-০ গোলে হারানো বার্সেলোনা ২৯ ম্যাচে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। ৪২তম মিনিটে আনসু ফাতি শিরোপাধারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে স্পট কিকে ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে স্থগিত থাকা লিগ পুনরায় শুরুর পর টানা দুই ম্যাচ জিতল বার্সেলোনা। রাকিতিচের কাছে জয়ের ধারায় থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য নিজেদের খেলায় গতির ঘাটতিও দেখছেন ৩২ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।

“যদিও আজ (মঙ্গলবার) যেমনটা খেলেছি, তার চেয়ে বেশি গতি আমাদের খেলায় থাকা দরকার ছিল, কিন্তু জয়ের ধারায় থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ৬ পয়েন্ট পেয়েছি (দুই ম্যাচে) এবং প্রতিটি ম্যাচে আমরা আরও ভালো হয়ে উঠছি।”

“এই পর্যায়ে সব দলই অনেক ঝুঁকির মধ্যে থাকে; আমরা কঠিন ম্যাচের প্রত্যাশা করেছিলাম। জায়গা খুঁজে পাওয়ার কাজটা তারা আমাদের জন্য কঠিন করে তুলেছিল। তারা কিছু ফাউল করেছিল, কিন্তু ম্যাচ এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য পরিস্থিতি সহজ হয়ে গেল।”

এই ম্যাচে রাকিতিচের মতো শুরুর একাদশে ফেরেন ফাতিও। বার্সেলোনাকে এগিয়ে নেওয়া ১৭ বছর বয়সী তরুণকে আরেকটু ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিলেন অভিজ্ঞ ক্রোয়াট মিডফিল্ডার।

“আনসুর গোল পর্যন্ত আমরা ধৈর্য ধরে ছিলাম এবং ওর গোলের পর ম্যাচটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। ফাতিকে নিয়ে আমি খুশি। সে দারুণ কাজ করছে, কিন্তু তাকে ধৈর্য ধরতে হবে।”

ব্যালন ডি’অর নিয়ে ভাবেন না লেভানদোভস্কি

মৌসুমটা দুর্দান্ত কাটছে রবের্তো লেভানদোভস্কির। লিগ শিরোপা জয়ের দুয়ারে পৌঁছে যাওয়া বায়ার্ন মিউনিখের সফল পথচলার অন্যতম নায়ক তাই স্বাভাবিকভাবে উঠে এসেছেন ব্যালন ডি’অরের আলোচনায়। অবশ্য বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার নিয়ে খুব একটা ভাবেন না বলে জানিয়েছেন এই পোলিশ তারকা।

তবে ফুটবলে যেকোনো কিছুই সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।।

ফ্রেঞ্চ ফুটবলকে সোমবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে লেভানদোভস্কি জানান, নিজের সেরাটা দিয়ে গোল করা ও শিরোপা জেতাই তার মূল লক্ষ্য।

“গত ডিসেম্বরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমি ছিলামআমি যা চেষ্টা করি তা হলো, নিজের সেরাটা খেলা, শিরোপা জেতা এবং আরও গোল করা। তবে এটা এমন কিছু, যা দলীয় শিরোপা জেতা ছাড়া সম্ভব না। তাই এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।”

“ব্যালন ডি’অর নিয়ে এমনকি আমি ভাবিও না। তবে আমি বিশ্বাস করি, সবকিছুই সম্ভব।”

ফুটবলের মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কারের দৌড়ে কখনই সেরা তিনে জায়গা পাননি লেভানদোভস্কি। এই লড়াইয়ে তার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি ২০১৫ সালে চতুর্থ হওয়া।

এবারের চিত্র ভিন্ন হতে পারে। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৪৫ গোল করে দাবিটা জোরালো করেছেন তিনি।

তার অসাধারণ নৈপুণ্যেই আরও একটি বুন্ডেসলিগা শিরোপার খুব কাছে পৌঁছে গেছে বায়ার্ন।

মঙ্গলবার ভার্ডার ব্রেমেনের মাঠে জিতলেই ৩০তম লিগ শিরোপা জিতবে মিউনিখের দলটি। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১২টায়।

এরই মধ্যে জার্মান কাপের ফাইনালেও উঠেছে দলটি। এগিয়ে আছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার পথে; শেষ ষোলোর প্রথম লেগে চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছিল তারা। বুন্ডেসলিগায় এখন পর্যন্ত ৩০ গোল করে গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে থাকা লেভানদোভস্কি ইউরোপ সেরার আসরে করেছেন সর্বোচ্চ ১১ গোল। তার অসাধারণ পারফরম্যান্সই মূলত সাত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় ট্রেবল জয়ের স্বপ্ন দেখছে জার্মানির সফলতম দলটি। আর এতেই আলোচনায় চলে এসেছেন লেভানদোভস্কি।

লেভানদোভস্কি যখন ‘লেভানগোলস্কি’

রবের্ত লেভানদোভস্কি মাঠে নামা মানেই যেন গোল করা নিশ্চিত। সতীর্থরা তাই ভালোবেসে তার নাম দিয়েছেন ‘লেভানগোলস্কি’! বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকারের এই নামের কথা জানালেন ক্লাব সতীর্থ আলফুঁস ডেভিস। এই মিডফিল্ডারের মতে, বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার এখন লেভানদোভস্কি।

চলতি মৌসুমটা দুর্দান্ত কাটছে লেভানদোভস্কির। মাঝে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে লম্বা সময় খেলা বন্ধ থাকলেও এই পোলিশ স্ট্রাইকারের ছন্দপতন হয়নি। তার একমাত্র গোলে মঙ্গলবার ভার্ডার ব্রেমেনকে হারিয়ে দুই ম্যাচ বাকি থাকতে বুন্ডেসলিগায় টানা অষ্টম শিরোপা নিশ্চিত করেছে বায়ার্ন।এবারের লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা লেভানদোভস্কির এটি ৩১তম গোল। জার্মানির শীর্ষ লিগে একক মৌসুমে যা কোনো বিদেশি খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ। ২০১৬-১৭ মৌসুমে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে ৩১ গোল করে রেকর্ডটা গড়েন বর্তমানে আর্সেনালে খেলা পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। এই মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৪০ ম্যাচে লেভানদোভস্কির গোল সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬টি। দলের সবশেষ ১০ ম্যাচে করেছেন ৯ গোল।শিরোপা জয়ের ম্যাচ শেষে শিরোপা জয়ের অন্যতম নায়ককে স্তুতির জোয়ারে ভাসালেন মিডফিল্ডার ডেভিস।“আমরা তাকে ডাকি ‘লেভানগোলস্কি।’ সেরা স্ট্রাইকার সে, বিশ্বের সেরা। এক মৌসুমে ৩১ গোল করা অবিশ্বাস্য।” বায়ার্নের জন্য মৌসুমের শুরুর চিত্র ছিল বেশ খারাপ। একটা পর্যায়ে লিগে তারা নেমে গিয়েছিল সপ্তম স্থানে। ব্যর্থতার দায়ে চাকরি হারান তখনকার কোচ নিকো কোভাচ। গত নভেম্বরের শুরুতে হান্স ফ্লিক অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ঘুরে দাঁড়ায় দলটি। কোচকে নিয়েও প্রশংসা ঝরল ডেভিসের কণ্ঠে।“অবিশ্বাস্য, হান্স ফ্লিক ভালো কোচ। আমাদের কাছে তার চাওয়া অনেক। খেলায় ও ট্রেনিংয়ে নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ দেন। প্রতিটি ম্যাচে সবকিছুর জন্য নিজেদের উজার করে দেই আমরা।”শিরোপা নিশ্চিত করার দিনে ডেভিস নিজে পুরো ম্যাচ খেলতে পারেননি। ৮০তম মিনিটে প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার মিলোস ভেলিকোভিচকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ১৯ বছর বয়সী কানাডিয়ান মিডফিল্ডার। এর জন্য সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

সানচেসকে ছুঁয়ে রোনালদোর আরও কাছে মেসি

লেগানেসের বিপক্ষে সফল স্পট কিকে লা লিগায় পেনাল্টি থেকে গোল করাদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠেছেন লিওনেল মেসি। যেখানে আগে থেকেই আছেন সাবেক ফুটবলার হুগো সানচেস। তালিকায় সবার ওপরে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো।কাম্প নউয়ে মঙ্গলবার রাতে ২-০ ব্যবধানে বার্সেলোনার জয়ের ম্যাচে ৬৯তম মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন মেসি। ডি-বক্সে তিনিই ফাউলের শিকার হওয়ায় পেনাল্টি পেয়েছিল বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে তরুণ আনসু ফাতির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ক্রীড়া উপাত্ত বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান অপটার তথ্য অনুযায়ী, লা লিগায় পেনাল্টি থেকে এটি মেসির ৫৬তম গোল। স্পট কিকে সমান সংখ্যক গোল করেছিলেন মাদ্রিদের দুই দল আতলেতিকো ও রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক ফরোয়ার্ড হুগো সানচেস। ৬১ গোল করে এই দুজনের ওপরে আছেন রোনালদো। ২০০৯-১৮ সাল পর্যন্ত রিয়ালের জার্সি গায়ে গোলগুলো করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।স্পেনের শীর্ষ লিগে আর কেউ পেনাল্টি থেকে ৫০ গোল করতে পারেনি। ৪৬ গোল নিয়ে তালিকার চতুর্থ স্থানে আছেন বার্সেলোনার সাবেক মিডফিল্ডার রোনাল্ড কোমান।

‘ট্রেবলের প্রথম ধাপ’ পেরিয়ে উচ্ছ্বসিত বায়ার্ন কোচ

দুই ম্যাচ হাতে রেখে দল বুন্ডেসলিগা শিরোপা জেতায় ভীষণ খুশি বায়ার্ন মিউনিখ কোচ হান্স ফ্লিক। তবে লক্ষ্য আরও বড় হওয়ায় উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে নারাজ তিনি। ফ্লিকের নজরে এখন জার্মান কাপ।আগামী ৪ জুলাই, বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামের ফাইনালে বর্তমান ও রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা মুখোমুখি হবে বায়ার লেভারকুজেনের। ফ্লিকের আসল লক্ষ্য অবশ্য দলকে ‘ট্রেবল’ জেতানো। স্বপ্ন পূরণে জার্মান কাপ জিতে মনযোগ দিতে চান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে।তাইতো লিগ শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পর স্কাই স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উচ্ছ্বাসে না ভেসে সামনের চ্যালেঞ্জের কথা বললেন কোচ।“আমরা কেবল প্রথম ধাপ পার হলাম। এই শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে অর্জন করলাম আমাদের প্রথম বড় লক্ষ্য।

তবে ভুলে গেলে চলবে না যে সামনে আমাদের আরেকটি লক্ষ্য আছে, জার্মান কাপ।”গত নভেম্বরে দলের বাজে ফর্মের কারণে নিকো কোভাচ বরখাস্ত হলে তার জায়গায় এসে পথ দেখান ফ্লিক। অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেলেও পরবর্তীতে ৫৫ বছর বয়সী এই জার্মানকে স্থায়ী নিয়োগ দেয় বায়ার্ন। আস্থার প্রতিদানও তিনি দিয়ে চলেছেন দারুণভাবে। তার অধীনে সব প্রতিযোগিতা মিলে ২৯ ম্যাচে দলটির জয় ২৬টি।দলটির কোচ হিসেবে মঙ্গলবার ফ্লিক পেলেন প্রথম শিরোপার স্বাদ। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা রবের্ত লেভানদোভস্কির একমাত্র গোলে ভার্ডার ব্রেমেনকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে টানা অষ্টম ও মোট ৩০তম শিগ শিরোপা জেতে বায়ার্ন।চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও শেষ ষোলোর প্রথম লেগে চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে জিতে কোয়ার্টার-ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে বায়ার্ন।

তাতে সাত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় ট্রেবল জয়ের আশা ভালোভাবেই টিকে আছে জার্মানির সফলতম দলটির। ২০১২-১৩ মৌসুমে ট্রেবল জয়ের কীর্তি গড়েছিল তারা।ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হবে, মানছেন ফ্লিক। কিন্তু হাল ছাড়তে রাজি নন তিনি।“এরপর অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন্স লিগচেলসির বিপক্ষে লড়াই বেশ কঠিন হবে। এরপর দেখব কী হয়। পথচলা কঠিন হবে, তাই আমাদের ফিট থাকতে হবে।”

পরিশ্রমী গ্রিজমানের চেষ্টায় খুশি বার্সা কোচ

প্রথমার্ধে ড্রিঙ্কস ব্রেকে অনেকটা সময় ধরে আঁতোয়ান গ্রিজমানকে কিছু একটা বলছিলেন লিওনেল মেসি। বিরতির পর মাঠে ফেরার সময়ও তার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিলেন বার্সেলোনা অধিনায়ক। কাজ হয় তার কথায়। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে জাল খুঁজে পান উজ্জীবিত গ্রিজমান। অফসাইডের জন্য সেটি গোল না হলেও ফরাসি ফরোয়ার্ডের গুরুত্ব কমছে না কিকে সেতিয়েনের কাছে। বার্সেলোনা কোচ তাকে দেখেন দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে।

কাম্প নউয়ে মঙ্গলবার রাতে লেগানেসের বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচে আনসু ফাতি ও মেসির গোলে ২-০ ব্যবধানে জিতে বার্সেলোনা।

৬৩তম মিনিটে জালে বল পাঠিয়েছিলেন গ্রিজমান। কিন্তু ভিএআর প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে গোল দেননি রেফারি। মেসির কাছ থেকে বল পাওয়ার সময় একটুর জন্য অফসাইডে ছিলেন খানিক আগে বদলি নামা সেমেদো।

গ্রিজমান গোল পেলেন কী পেলেন না, সেটাকে অতো গুরুত্ব দিচ্ছেন না সেতিয়েন। দলের জন্য বিশ্বকাপজয়ী ফরোয়ার্ডের পরিশ্রমটাকে বড় করে দেখছেন তিনি। “কঠোর পরিশ্রম করা গ্রিজমানকে নিয়ে আমি খুবই খুশি। সে মাঠে ছোটাছুটি করেছে, জায়গা খুঁজে বের করেছে, সতীর্থদের খেলার জায়গা করে দেওয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে তাদের পজিশন থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেছে।” “আজ সে একটা গোল পেল, কিন্তু সেটা বাতিল হয়ে গেল। সত্যিই সে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।”মাঝে চোটে ভোগা ফাতি শুরুর একাদশে ফিরে পেয়েছেন গোলের দেখা। ৪২তম মিনিটে জুনিয়র ফিরপোর বাড়ানো বল পেয়ে জটলা থেকে গড়ানো শটে লক্ষ্যভেদ করেন ফাতি। আক্রমণে ও রক্ষণে ১৭ বছর বয়সী এই তরুণের ভূমিকা নজর কেড়েছে বার্সেলোনা কোচের।

“আক্রমণ ও রক্ষণ-দুই জায়গাতে সে ভালো খেলেছে। এটা সত্যি যে, কিছু জায়গায় তার ঘাটতি আছে। চোট সমস্যার কারণে কিছুদিন অনুশীলন থেকে বিরত থাকায় তার যে ধারাবাহিকতার প্রয়োজন, সেটা এখনও পায়নি।” “যখনই সে মাঠে নেমেছেসে ভালো খেলেছে, কিন্তু ওই (চোট) সমস্যাগুলোর কারণে আমি তাকে আর কোনো ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে চাই না।”

The Executive Engineer Store Division Tripura invites e-tender against press NIT NO 03/EE/SD/PWD(R&B)/2020-21 Date 12/06/2020 For "Supplying of Instant all weather roads repairing Bituminous paste in liquid asphalt with chemicals for all season of SheIrridc-PR/Shalipatch/Eslay/Instant patch or other brand of reputed make conforming to relevant IS specification for Store yard of PWD (R&B) at Arundhutinagar, Agartala, West Tripura during the year 2020-2021".
With Estimated cost: Rs/-18,95,000.00
Earnest Money : - Rs/-18'950`00
Time of Completion — 02 (Two) months
Last Date of bidding for bids 07/07/2020 upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit https://tripuratenders.gpv.in
ICA/C-663/2020-21

PNle-T NO:- 05IEE-1:2020-21, Dated 11/06/2C20
The Executive Engineer. Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 03-07-2020 for 02(Two) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.ciov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/657/2020-21
(ER. R. CHOWDHURY)
EXECUTIVE ENGINEER AGARTALA
DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala, West Tripura Tripura invites e-tender against press NIT NO 05/EE/PNle-T/MECH-DIVN/AGT/2020-2021 Dated: 12-06-2020 For Supply, installation, testing and commissioning of water cooler at different location of Secretariat Building, Agartala along with CAMC for 04 years in post warranty period
With Estimated cost : 7,98,000.00 Earnest Money : C 7,980.00 Time of Completion :- 01 (One) Months. Last Date of bidding for bids : 03-07-2020 up to 15.001-Irs. Date of opening: 03-07-2020 at 15.30 Hrs For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-653/2020-21
Executive Engineer Mechanical
Division Agartala, Tripura

Reference No. DNIT No.F,3 (38)-SF/JMP/TENDER/2020-21/01 Dt, 15/06/7020
PRESS NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual/Fishery based SHGs/MSS Ltd.) of Jampuijala Block under Jampuijala Sub-Division producing available quantity fish fingerling in their owned/lease out water bodies for supply of Catla fingerlings in different Village Committees areas under the aforesaid Block/Sub-Division during the year 2020-21. The last date of submission the tender is upto 4.00 PM of 29/06/2020 through register post/speed post/Courier Service & tender will be opened on 30/06/2020 at 12.00 PM. The dropping of tender will be eligible .for only within Jampuijala Block area. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 4.00 PM of 29/06/2020, on any working days for collection of the tender form and detail terms and condition. Tender form will be available from 20/06/2020 onwards up to 26/06/2020 on any working days up to 4.00 PM.
ICA/C-648/2020-21
(H. SARKAR) Supdt. of Fisheries,
Jampuijala,Sepahijala District

বুধবার দিনভর চলা বর্ষায় রাজধানী আগরতলায় চিত্র। ছবি- নিজস্ব।

ডিম উৎপাদনে স্বয়ম্ভর হওয়ার লক্ষ্যে লেয়ার ফার্ম গঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রাণীপালন, ডেয়ারি, কৃষি, মৎস্যচাষ ইত্যাদি প্রাইমারি সেক্টরের উপর রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব নীতি নির্দেশিকা রয়েছে সেগুলি অনুসরণ করেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে। আজ বুধবার সচিবালয়ের ১ নম্বর কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের পর্যালোচনা সভায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

পর্যালোচনা সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের সর্বশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দফতর কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে সেগুলির পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ডিমের চাহিদা মেটাতে বহির্রাজ্য থেকে প্রচুর ডিম আমদানি করতে হচ্ছে। তাতে অনেক টাকা ত্রিপুরার বাইরে চলে যায়। ত্রিপুরার টাকা যাতে রাজ্যেই থাকে তার জন্য ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির উপর দফতরকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সেক্ষেত্রে রাজ্যে আরও লেয়ার ফার্ম স্থাপন করার পরিকল্পনা নিতে হবে। প্রয়োজনে হরিয়ানার মতো রাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞ ত্রিপুরায় এনে কাজে লাগাতে হবে। রাজ্যেই প্রয়োজনীয় ডিম উৎপাদন করা যায় তার জন্য লেয়ার ফার্ম স্থাপনের বিষয়ে দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। যাঁরা রাজ্যে লেয়ার ফার্ম স্থাপন করতে চান তাঁদের দফতরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্যও বিভাগীয় মন্ত্রীকে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্লাস্টার ভিত্তিতে পোল্ট্রি করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

পর্যালোচনা সভায় দফতরের অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা বলেন, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর পশু চিকিৎসা, টীকাকরণ, রোগ নির্ণয়, পশুপাখির বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করা ইত্যাদি কাজগুলি করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৫৬২টি পশুর চিকিৎসা এবং ৬৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৫১টি পশুর টীকাকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৫০০টি ফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। দফতরের অধিকর্তা আরও জানান, ত্রিপুরায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংকর প্রজাতির গো-পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজননের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ১১৭টি ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের মধ্যে আরও ৩৩টি ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাজ্যে ২০টি মিল্ক পার্লার স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ৮টি মিল্ক পার্লার ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কামধেনু যোজনা প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এক হাজার দুগ্ধবতী গাভী প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ডেয়ারি এন্টারপ্রেনিওরশিপ ডেভেলপমেন্ট স্কিমে ৪৮৯ জনের প্রস্তাবিত প্রকল্পের মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজ্যে ২টি বাল্ক মিল্ক কুলিং সেন্টার স্থাপন করা হবে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে দুগ্ধশিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গোমতি কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের কার্যকরী ভূমিকা প্রয়োজন। গোমতি কো-অপারেটিভ দুধের পাশাপাশি ঘি, পনির এবং বিভিন্ন ফলের ফ্লেবারের দুগ্ধজাত সামগ্রী তৈরি করে তা বহির্রাজ্যে বাজারজাত করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য গোমতি কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় দফতরের অধিকর্তা আরও জানান, রাজ্যে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের শূকর ও ছাগল পালনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ১,৪৭৫ জন সুবিধাভোগীকে সংকর প্রজাতির পুরুষ শূকরছানা প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কিষাণ বিকাশ যোজনার মাধ্যমে ২০০ জন সুবিধাভোগীকে শূকর পালন ইউনিট স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষেই তফশিলি জাতি কল্যাণ দফতরের মাধ্যমে ১৮৫টি শূকর পালন এবং ২১৪টি ছাগল পালন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ওই অর্থবর্ষে তফশিলি উপজাতি কল্যাণ দফরের মাধ্যমে ১৩৩টি শূকর পালন এবং ১৩১টি ছাগল পালন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুবিধাভোগীদের যে সব শূকর ছানা প্রদান করা হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা তা ১৫ দিন অন্তর দফতরের আধিকারিকদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং অ্যাকশন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এছাড়াও এর মাধ্যমে কতজন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন তা-ও রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে। এর জন্য দফতরের আধিকারিকদের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি।

দফতরের অধিকর্তা আরও জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে হাঁস পালন প্রকল্পে ১ হাজার পরিবারে ৫০ হাজার হাঁসের ছানা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে এক হাজার পরিবারকে ২৪ হাজার হাঁসের ছানা ইতিমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে। এদিনের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ, বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল এবং পরিকল্পনা ও সমন্বয় দফতরের সচিব অপূর্ব রায় উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

উদয়পুর রবীন্দ্র পরিষদ পরিচালিত পাঠভবন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুজন শিক্ষিকাকে ছাঁটাই নিয়ে মুখ খুললপরিচালন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ জুন।। উদয়পুর রবীন্দ্র পরিষদ পরিচালিত পাঠভবন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুজন শিক্ষিকা সুতপা চৌধুরী ও জাহানারা বেগমকে ছাঁটাই করার বিষয় নিয়ে অবশেষে মুখ খুললো পা ভবন পরিচালন কমিটি। উদয়পুরের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র পরিষদের অন্তর্গত পাঠভবন গত ৯ জুন স্কুল বন্ধ এবং স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কম এই অজুহাতে স্কুলের দুই প্রাক্তন শিক্ষিকা জাহানারা বেগম ও সুতপা চৌধুরীকে চাকরিচ্যুতের কাগজ ধরিয়ে দেয় এবং তারপরেই বাঁধে গোলযোগ। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল লকডাউন এর সময়ে সরকারি বা বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানেই কাউকে ছাঁটাই করা যাবে না সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এহেন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সরব হয় রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম। এবং তার পরেই ১৬ জুন অবশেষে মুখ খুলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পাঠভবন এসএমসি কমিটির সভাপতি শীতল চন্দ্র মজুমদার জানান কোন শিক্ষককে সম্পূর্ণভাবে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নেয়নি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

শুধু সাময়িকভাবে বিদ্যালয়ে না আসার জন্য জানানো হয়েছিল তাদের। কিন্তু সভাপতি মহোদয় হয়তোবা দেখতে পাননি, গত ৯ জুন শিক্ষিকাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ ছিল আগামী ১০ জুন থেকে তাদের চাকরি আর থাকছে না। তবে কেন অযথা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, সাংবাদিকদরা যখন প্রশ্ন করে বিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষক / শিক্ষিকাদের মধ্যে শুধুমাত্র এই দুইজন শিক্ষিকাকেই কেন এই অনিশ্চিত কালের অবসর দিল পাঠভবন। তারও কিন্তু কোন প্রকৃত কারণ দেখিয়ে সৎউত্তর দিতে পারেনি পরিচালন কমিটি। অবশেষে বলা বাহুল্য, রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই সংবাদ প্রকাশের জেরে অবশেষে নিজেদের চাকরি ফিরে পেলেন এই দুই শিক্ষিকা।

৫০ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুন।। লকডাউন চলাকালেও নেশা পাচারকারীরা তাদের নেশা ব্যবসা-বাণিজ্য নানা কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের কঠোর মনোভাবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নেশা কারবারিরা সড়কপথে নেশা সামগ্রী পাচার করে চলেছে। বুধবার আগরতলা আসাম জাতীয় সড়কে একটি ১২ চাকার লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা আটক করেছে পুলিশ। তেলিয়ামুড়া এসডিপিও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকার ৪১ মাইলে জাতীয় সড়কে একটি লরি আটক করেন। নদীতে তল্লাশি চালিয়ে ৪০৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। লরি চালক এবং সহ চালককে আটক করেছে পুলিশ। গাঁজাসহ লড়কিকে মুঙ্গিয়াকামি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুঙ্গিয়াকামি থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। আটক ও সহ চালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এই চক্রে জড়িতদের খুঁজে বের করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। লকডাউন চলাকালে লরিতে করে শুকনো গাজা নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যে গাঁজা চাষ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও একাংশের অতি মুনাফালোভী চাষি এবং মুনাফাধাররা গাঁজা চাষ অব্যাহত রেখেছে। গাজা পাচারকারী দাও তাদের পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গাঁজা চাষের প্রবনতা পাহাড়ি এলাকায় এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঘোষণা করলেও রাজ্য সরকারের এই ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেশা কারবারিরা তাদের নেশার সামগ্রীর বাণিজ্য বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছে। এব্যাপারে প্রশাসনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘটন করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

আমবাসার লালছড়িতে মেডিকেল কলেজের প্রস্তাবিত জমি দেখলেন প্রশাসনের আধিকারীকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ জুন।। ধলাই জেলার উন্নয়নের মুকুটে যুক্ত হতে চলছে নতুন পালক।

আমবাসা বাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের পথে। ধলাই জেলার আমবাসা লালছড়ি এলাকায় হতে চলছে মেডিকেল কলেজ। বুধবার আমবাসা ব্লকের লালছরি এলাকায় মেডিকেল কলেজের জায়গা নির্ধারণ করেন মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা। আজ চলছে শুধু জায়গা নির্ধারণের কাজ। ডিসিএম আশু রঞ্জন দেববর্মা, ও পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা জায়গা নির্ধারণের কাজে উপস্থিত ছিলেন।

এদিন প্রশাসনের আধিকারিকদের সামনে জায়গা নির্ধারণ করা হয় মেডিকেল কলেজের জন্য। লালছড়ি এলাকায় গড়ে উঠবে বিশাল আকারের জায়গা নিয়ে মেডিকেল কলেজ। আর তার জায়গা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হলো বুধবার। মেডিকেল কলেজের জন্য মোট ২৪ একর জায়গা নির্ধারন করা হয়েছে। তার মধ্যে ধলাই জেলা হাসপাতালে ১০ একর জায়গা নির্ধারন করা হয়েছে।

বাকি ১৪ একর জায়গা নেওয়া হয়েছে জেলা হাসপাতাল থেকে সামান্য দূরে লালছড়ি এলাকায়। লালছড়ি এলাকার বনাঞ্চলে ঘেরা ভূমিকে নির্মান কাজের উপযুক্ত করে শুরু হবে নির্মান কাজ। মাথা তুলে দাড়াঁবে স্বপ্নের মেডিকেল কলেজ সেই আসাতেই এখন বুক বেধেঁ আছে আপামর ধলাইবাসী।

এআইডিএসও'র উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচী আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। অল ইন্ডিয়া ইয়ূথ ফেডারেশনের উদ্যোগে ৯ দফা দাবিতে বুধবার আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। আন্দোলন কর্মসূচি অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা তলানিতে এসে ঠেকেছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এইসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে সরকারকে। অন্তত আগামী ৬ মাস এপিএল এবং বিপিএল প্রত্যেক পরিবারকে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করেই অনুদান করতে হবে। বেসরকারি

ছয়ের পাতায় দেখুন

২০০৩ বেড়ে ভারতে করোনায় মৃত্যু ১১,৯০৩ জনের, দেশজুড়ে সংক্রমিত ৩,৫৪,০৬৫ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): মৃত্যুর নিরিখে বড়সড় রেকর্ড গড়ল ভারত, ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২০০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১০,৯৭৪ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১১,৯০৩ জন এবং সংক্রমিত ৩,৫৪, ০৬৫ জন। সুস্থও হয়ে উঠছেন প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১,৮৬,৯৩৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৫৪,০৬৫ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১,৫৫,২২৭)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১,৯০৩। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,৮৬, ৯৩৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ১১,৯০৩ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৮ জনের, বিহারে ৪১ জনের, চণ্ডীগড়ে ৬ জন, ছত্তিশগড়ে ৯ জন, দিল্লিতে ১৮৩৭ জনের, গুজরাটে ১৫৩৩ জনের, হরিয়ানায় ১১৮ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৮ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৬৩ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৯ জনের, কর্ণাটকে ৯৪

ছয়ের পাতায় দেখুন

অরুণাচলের চিন সীমান্তে ও তেজপুরে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারতীয় সেনা, জারি হাই এলার্ট

গুয়াহাটি, ১৭ জুন (হি.স.) : চিন সীমান্তে শক্তি বাড়াচ্ছে ভারতীয় সেনা। এখানেই শেষ নয়, লাদাখ সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভারত-চিন সীমান্তেও জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট।

লাদাখের চিন-ভারত সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষ হয়েছে মঙ্গলবার। এর পর আর ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর (এলএসি) পাঠানো হয়েছে সেনা জওয়ান। এই শেষ নয়, উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তঘেঁষা মোহনবাড়িতে সোমবার থেকে অত্যাধুনিক বোয়িং সিএইচ-৪৭ শিনুক কপ্টার অবতরণ করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা।

শিলঙে অবস্থিত ভারতীয় বায়ুসেনার মুখপাত্র উইং কমান্ডার রত্নাকর সিং এ কথা জানিয়ে বলেছেন, এই কপ্টার সেনা বাহিনীর জওয়ান সহ ভারী সমরাস্ত্র ও সামগ্রী এমন-কি যুদ্ধ ট্যাংকার বহনেও সক্ষম।

ভারতের সঙ্গে চিনের আন্তর্জাতিক সীমানা ৩,৪৮৮ কিলোমিটার। লাদাখ ছাড়াও হিমাচল প্রদেশ সীমান্ত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল সীমান্ত নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই চলছে বিবাদ ও বিতর্ক। লাদাখের গলবাল এলাকায় সংগঠিত সংঘর্ষের পর আর ঝুঁকি নেয়নি সরকার। অরুণাচল প্রদেশে চিন সীমান্ত বরাবর জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে সেনাকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে মধ্য অসমের তেজপুরের বায়ুসেনা ছাউনি ও ঘাঁটিতেও। হিমাচল প্রদেশেও ইন্দো-তিব্বত সীমান্তে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট।

উইং কমান্ডার রত্নাকর সিং জানান, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বুধবার সকালে চিফ ডিফেন্স স্টাফের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও। বায়ুসেনার শীর্ষ অফিসার সিং আরও জানান, সিএইচ-৪৭ শিনুক হেলিকপ্টার প্রায় ২২ হাজার পাউন্ড (১০,০০০ কিলো) সামগ্রী এবং ৫৫টি সম্পূর্ণ সশস্ত্র বাহিনী বহন করার ক্ষমতা রাখে। এ ধরনের আরেকটি চপার অরুণাচল প্রদশের চাংলাং জেলার মায়ানমার সীমান্তবর্তী বিজয়নগর সার্কেলে মোতায়েন করা হয়েছে। ওই কপ্টারের সাহায্যে ইতিমধ্যে অরুণাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত দুর্গম ১৬টি গ্রামের প্রায় ৪,৫০০ জন মানুষের জন্য খাদ্য সামগ্রী পরিবহণ করা হচ্ছে। তিনি জানান, সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের বিজয়নগরের অ্যাডভান্স ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে অবতরণ করানো হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার এএন-৩২ যুদ্ধবিমান। এককথায় চিন সীমান্তে ভারতীয় সেনা শক্তি বাড়াতে ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছে।

বগাফা বন বিভাগের উদাসীনতায় মার খাচ্ছে বনায়ন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ জুন।। বগাফা বনদপ্তরের খামখেয়ালীপনায় নষ্ঠ হয়েযাচ্ছে গাছপালা। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত দেবীপুর এডিসি ভিলেজে বগাফা বনদপ্তরের উদ্দ্যোগে ১ লক্ষ্য ৭৯ হাজার টাকা ব্যায়করে রিভার বেঙ্ক প্ল্যানটেশান করাহয়েছে। যা বর্তমানে ধংস হয়েগেছে। বগাফা বন আধিকারিক সুমন মল্লের প্রতিনিয়ত বনদপ্তরের কাজগুলি উনার কাছের লোকজনদের পাইয়েদেন বলে অভিযোগ। এতেকরে কাজগুলি নিম্ন মানের করে লভ্যাংশের অর্থ ভাগবাটোয়ারা হয়েথাকে বলে অভিযোগউঠে। যার একটি চিত্র লক্ষ্যকরাযায় দেবীপুর রিভার ব্যাঙ্ক প্লেন্টেশানে। রেগারমাধ্যমে মল্লবাবু ভূমিক্ষয় রোধে দেবীপুর এলাকার ছড়ার পাশে এক কিলো মিটার জুরে বাঁশের চারাগাছ লাগান।

গাছগুলি লাগানোর পর দপ্তরের কাউকে আসতে দেখাযায়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। যারফলে এই গাছগুলো আর টিকে উঠেনি। গাছের আশেপাশে জঙ্গল উঠে অধিকাংশ গাছ নষ্টহয়েযায়। এরমধ্যে অধিকাংশ গাছপালা যত্নের অভাবে ছড়ার জলে ভাসিয়ে নিয়েযায়। এতেকরে ছড়ার পাশেথাকা জমিরপার ভাঙতে শুরু করে। এইনিয়ে এলাকার লোকজন সংবাদমাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উবরেদেন। ২৯/ ০৬/ ২০১৮ কাজের শুরুর তারিখ দেওয়া থাকলেও সমাপ্তির কোনোপ্রকার তারিখ দেওয়াহয়নি। মল্ল বাবু নিম্ন মানের গাছ লাগিয়ে কোনোপ্রকার বিল করিয়ে নেন। তারপর লভ্যাংশ হাতে আসারপর গাছের যত্ন নেওয়ার কথা তিনি ভুলেগেছেন। যার ফলে বর্ষাকালে ছড়ার পাশেথাকা জমির মালিকদের কষ্টের সম্মুখিন হতেহচ্ছে। একই পক্রিয়ায় সুমন মল্ল ও জোলাইবাড়ী ফরেষ্ট রেঞ্জার শুভঙ্কর বিশ্বাস মিলে বর্তমানে রোডসাইড বিউটিশিয়ান এর কাজ করেছে উনাদের কাছের লোককেদিয়ে। যার গুনগতমান সর্বনিম্ন বলে জানাযায়।

বেশীপরিমানে লভ্যাংশের আশায় শুভঙ্কর বিশ্বাস ও সুমন মল্ল এইভাবে প্রতিনিয়ত সরকারি অর্থ নয়ছয় করে যাচ্ছে বলে অভযোগ। যারফলে সুমন মল্লের বদলির আদেশ আসার পর শুভঙ্কর বিশ্বাসকে দিয়ে দক্ষিনের হেভিওয়েট নেতাকেদিয়ে স্টে করাতে চাইছে। এইভাবে চলতে থাকলে আগামী কিছুদিনের মধ্যে বগাফা বনদপ্তর সম্পূর্ন লুটের রাজত্বে পৌঁছেযাবে। আর কষ্টের সম্মুখিন হতেহবে দেবীপুর এলাকার কৃষদের মতো গরীব লোকজনদের। দপ্তরের খামখেয়ালিপনায় চাষের জমিটুকু হারাতে চলছে দেবীপুর এলাকাবাসী।

রাস্তার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ জুন।। রাস্তার কাজে ব্যাবহৃত হচ্ছে রান্নার গ্যাস নিরব দর্শকের ভূমিকায় প্রসাশন। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজর মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী এলাকায় ওরিয়েন্টাল কোম্পানির লোকজনেরা জাতীয় সড়কে মার্কিং এর কাজের জন্য রান্নার গ্যাস ব্যাবহার করছে এমনটাই চিত্র লক্ষ্যকরাযায়। জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন হোটেল ও রেষ্টুডেন্টে প্রতিনিয়ত এইভাবে প্রাইভেট গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যাবহার

ছয়ের পাতায় দেখুন

জামজুড়িতে অগ্নিকান্ডে পুড়ল মুদির দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ জুন।। বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেলো গোটা এলাকা। ঘটনা, মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১:৩০ মিনিট নাগাদ উদয়পুর জামজুড়ী রাজধর নগর ৬নং ওয়াড এলাকায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উদয়পুর জামজুড়ী রাজধর নগর ৬নং ওয়াড এলাকার ত্রকটি মোদী দোকান অগ্নিকাণ্ডে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মুদি দোকানের মালিক হলেন ইলাদ হোসেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মিরা ছুটে আসে। যদিও অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আসার আগেই ত্রলাকাবাসীদের সহযোগীতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। মুদি দোকানের সঙ্গেই ছিলো বসত ঘর। অল্পতে রক্ষা পেল বসত ঘরটি। তার ত্রক ছেলে ত্রক মেয়ে রয়েছে। এই দোকানের আয়ের উপরই নির্ভরশীল পরিবারটি। কি করে ত্রই আগুন লাগে তা বলতে পারছে না কেউই। পরিবারের সবাই ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলো। হঠাৎ কিছু একটা আওয়াজ শুনে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় দোকানে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে এলাকার মানুষেরা দৌড়ে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত বাড়িয়ে দিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ঘটনার স্থলে ছুটে আসেন কাকড়াবন থানার পুলিশও। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা শাসক অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারক এসইউসিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ১০ দফা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে এসইউসিআই বুধবার সদর জেলা শাসক অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারক লিপি প্রদান করেছে। জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলাশাসক তরুণ দেববর্মার হাতে দাবি সনদ তুলে দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি সংগঠনের সদর জেলা সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তী বলেন বাজারগুলিকে যথাযথ ভাবে সেনিটাইজেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ই-স্ট্যাম্পের কালোবাজারি

ছয়ের পাতায় দেখুন

উদয়পুর-পিত্র রোডের বেহাল অবস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ জুন।। এ যেন রাজ্য সড়ক নয় সেইটি হলো একটি ফসল করা জমি।দীর্ঘ পাঁচ বছর উদয়পুর - পিত্রা যাওয়ার রাস্তাটি বেহাল অবস্থার পরে রয়েছে এই রাস্তাটির উপর দিয়ে উদয়পুর রাজনগর বড়টিলা পিত্রা নিতবাজার ফেঁটামাটি যাওয়া এক মাত্র রাস্তা। এই রাস্তাটি উপর দিয়ে গাড়ী বাইক যাতায়াতর সময় খুব অসুবিধা সম্মুখীন হতে হয় এই রাস্তাটি মেরামত করার জন্য অতিতের সরকারকে বহুবার এলাকাবাসি তরফ থেকে দাবি জানিয়ে আসলে ও কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে জানায় এলাকায় বাসি। এখন ফের গ্রামবাসিরা স্থানীয় পঞ্চায়েতে এমনি কি পূর্ত দপ্তর কে দাবি জানালে ও আসলে ও কাজের কাজ কিছু করিনি দপ্তর।এই রাস্তা দিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে এবং গর্ভবতী মায়েদের এই রাস্তা দিয়ে হাসপাতালে কিংবা চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে খুবই অসুবিধা হয়। সমান্য বৃষ্টি হলে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার অযোগ্য হয়ে পড়ে এখন এলাকাবাসির একটি দাবি রাস্তাটি যেন অতিসত্বর রাস্তাটি মেরামত করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।